আগুন ও জলের পিপাসা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস
কলকাতা - ৭০০০৪৫

AAGUN O JOLER PIPASA

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়
ব্লক পি ওয়ান এইচ
শেরউড এস্টেট
১৬৯ এন এস বোস রোড
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
প্রগতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স
কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

শঙ্খ ঘোষ

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধুলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

এখনো

আমি এখনো গিয়ে বসিনি কোনো সভাতে
আমি এখনো কারো মুখে তো চেয়ে লিখিনি
আমি এখনো আছি গদ্য থেকে তফাতে
আমি এখনো কিছু নিচুতে নিতে শিখিনি

তুমি একথা শুনে বলতে পারো চালাকি
তুমি একথা শুনে নিও না আমার কবিতা
তুমি একথা ভুলে যাবে না, এর জ্বালা কি
তুমি মেটাবে? তাই লিখেছো ওই ভণিতা।

আমি কখনো কারো দলে তো গিয়ে ভিড়িনি
আমি কখনো কোনো সভ্য নই, জানো কি?
আমি কখনো কোনো বেদনা থেকে ফিরিনি
আমি কখনো নিতে চাইনি অপমানও কি।

তুমি অনেক দিন পরেও ভালবেসেছ
তুমি অনেক বোঝাপড়ার শেষে আমাকে—
তুমি অনেক কিছু ভোলাতে আজ এসেছো

আমি এখনো চিনে উঠিনি সখা আমাকে!

ঘরে

বাহিরে সভা শামিয়ানা শতবর্ষ মালা
তুমি কি আমাকে খুঁজতে খুঁজতে চ’লে এলে!
আমি যাই না, সে তো জানে সবাই, যদিও
কারণ জানে না; তুমি জয়মাল্য চন্দন নেবে না?
বসো, আমরা চা বানাই, খোস গল্পে ম’জে উঠি, তুমি
গান শোনাও—প্রভাতবীণা বা শা’নরাতে
বলো যোগধ্যানে দেখলে কতদূর ষড়চক্রভেদ
আজ থাকো, চলে এসে ভালোই করেছো তুমি কবি
বাহিরে সভা শামিয়ানা শতবর্ষ সশব্দে চলুক।

কী হবে রাখাল

এক ঘর থেকে আরেক ঘর
এক পথ থেকে আরেক পথ
আমার আর গল্প ফুরোল না

না ফুরালেই বা কি
কেউ তো আর শোনার জন্যে
কোথাও অপেক্ষা ক'রে নেই

শুধু বর্ষা আসে অঝোর বৃষ্টি নিয়ে
শুধু শীত আসে পাতা ঝরাতে ঝরাতে
আর গ্রীষ্মের লু সব শুষে নিতে

তাতেই বা আমার কি
ঝাঁকড়ামাথা নটে গাছ
পরিত্যক্ত ভিটেয় ডালপালা মেলে

আমার পুরনো গল্প শুনে কী হবে রাখাল?

কথোপকথন

রবি গঙ্গোপাধ্যায় আর লেখেন না।
কবেই বা লিখতেন? পড়েছিস কখনো?
না। নিজের লেখা ছাড়া আর কারো
লেখা পড়ার স্পৃহা নেই আমার।
রবি গঙ্গোপাধ্যায় কখনো সম্বর্ধনা পাননি।
কে দেবে? কেনই বা দেবে? কেউ
তাকে চেনে নাকি? তাছাড়া—
তাছাড়া? ও! তার সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া
আর গার্হস্থ্যে ফেরার কথা বলছিস?
না। তাঁর গার্হস্থ্য সন্ন্যাস শিক্ষকতা
এসব নয়—এমনকি তাঁর
কম্যুনিস্ট হয়ে ওঠাও—; তবে?
তাঁর সারাজীবন কিছু লিখতে না পারার

একটি শব্দ

দাঁড়াও লিখছি একটি শব্দ
সব হয়ে গেছে কেবল মাত্র
সত্তাকে শুধু দিইনি এখনো
কোলাহলে বড় বেশিই মত্ত
রাত হোক সব শান্ত হোক না
বড় এলোমেলো হয়ে আছে সব
দাঁড়াও একটু সামলে যাচ্ছি
আর কি, বাতাস মৃদু ও মন্দ
বৃষ্টি থেমেছে আকাশে তারারা
ঘাসবনে দেখ তুমুল হর্ষ
দাঁড়াও যাচ্ছি আমিও এখুনি
বাকি আছে শুধু একটি শব্দ
মৃত্যুর মত অমোঘ শাস্তি
প্রেমের মতনই সত্য অনন্য
অপেক্ষা করো সময় হয়েছে
থর থর কাঁপে দেখ ধরিত্রী
আমার পৃথিবী আমার তীর্থ

দম্ভ—এবং বিশ্বাস তাকে
কবি করে পুরস্কৃত করেছে যে জীবন
সেখানে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই
সেখানে আমাদের কোনো বিতর্ক নেই

অন্ধ

এখন শুধু লিখি। আগে ছাপাতাম।
তখন কবিতা ছিল কৃত্তিবাস ছিল ধ্রুপদী ছিল
কবি ও কবিতা শতভিষা কলকাতা কতো কি।
তখন সাগরময় ঘোষ ছিলেন।

এখন কি নেই? অনেক অনেক বেশি আছে।

শুধু আমাদের মতো মফস্বলবাসীদের
                                        কলকাতা আর আমল দেয় না
কলকাতা আমাদের সভায় সমিতিতে আসে মালা নেয়
কলকাতা আমাদের বাড়িতে আসে মদ্যপান করে
কলকাতা আমাদের লেখা হলেই বলে দারুণ লিখছেন কিন্তু
কলকাতা আমাদের বলে আচ্ছা আসবেন দেখব
কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পাই
কলকাতার গমকে গমকে হাসি—আমাদের নিয়ে
নিপুণ কারুকার্যমণ্ডিত ঠাট্টা ইয়ার্কি মারে
                                                            প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট

এখন শুধু লিখি। শুধু লিখি। আর লিখি।
লিখতে লিখতে লিখতে লিখতে
                                                  অন্ধ
দেখতে পাইনা, সূর্য ওঠেও না ডোবেও না স্থির।

একই সঙ্গে

আমার কবিতায় ভর ক'রে একদিন এক বিকেল
সন্ধের মুখে চুমু খেতে খেতে লাল হয়ে গিয়েছিল।
সেই রঙ খানিকটা নিয়েছিল এক মঠাধ্যক্ষ

তাঁর উত্তরীয় ছুপিয়ে নেবার জন্যে
বাকিটা পার্টি অফিসের কার্নিশে এখন বিবর্ণ
আমি নীরক্ত শব্দের জন্যে মঠে ও পার্টি অফিসে
সমানভাবে যাতায়াত ক'রেও শুধু রঙের
রক্ত জোগাড় করতে না পেরে লেখা ছেড়ে
আদিবাসীদের মধ্যেই রয়ে গেছি।
মহুয়ায় মহুয়ায় সফেন জীবন আবার রঙিন হয়ে উঠছে
দেখে একটি কবিতা এবং একটি শতাব্দীশেষের কবি
মৃত্যুর নীল আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে
একই সঙ্গে সাঁঝ এবং শুকতারা হয়ে গেল!

ভাসান

আসলে আমাদের সংস্কার পথ আগলে দাঁড়ায়
বয়স এবং অভ্যাস বাধা দেয় নিষেধ করে
প্রথার পথরেখা রীতির রূপরেখা সামনে পিছনে সাবধান করে
পটের প্রচ্ছন্ন গেরুয়া ছুঁতে দেয়না আনীষ
অথচ কোথাও কোনো ইতি নেই কোথাও কোনো শেষ কথা নেই
তুমি অনায়াসে আমার ঈশ্বরী হতে পারতে
তিনি অনায়াসে আমার ঈশ্বর হতে পারতেন
শুধু আমাদের সংস্কার পথ আগলে দাঁড়ালো
আমরা প্রথাসিদ্ধ জীর্ণতায় দাঁড়িয়ে যেতে যেতে
আমরা রীতিসিদ্ধ জীর্ণতায় ফুরিয়ে যেতে যেতে
আরেক জন্মের রক্তজলস্রোতে ভেসে গেলাম।

চোখের কবিতা

এখন আর কবিতা লেখার দায়ে চাকরি চ'লে যাবে না
তাই তুমি আমার কেউ নয় তবু তোমার চোখের কথা
লিখতে সাহস পাই।
তুমি ওই চোখে কোনোদিন
আমাকে স্পর্শ করোনি তবু তোমার চোখের ভাষা
লিখতে সাহস পাই।
তুমি ওই চোখে কখনো

বিদ্যুৎ হেনে আমাকে তড়িতাহত করোনি তবু
তোমার চোখের রহস্য
লিখতে সাহস পাই।
আমি নিশ্চিত জানি কেউ আজও সহস্র আগুনেও
জলে ভেজাতে পারেনি তোমার ওই চোখ
—আমার এই লেখা ছাড়া।

আমার বন্ধুর সঙ্গে

আমার বন্ধু অনায়াসে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারত
কোথায় যাবেন?
আমার বন্ধু নির্দ্বিধায় তোমাকে বলতে পারত
আপনি সুন্দর।
আমার বন্ধু নিঃসঙ্কোচে তোমার হাত ধরে সাহায্য করতে পারত
চূড়ায় উঠতে।
আমার বন্ধু সপ্রতিভ সাহসে তোমাকে দেখাতে পারত
অবচেতনের সূর্যোদয়।
সে কখনোই এভাবে রাত জেগে ঘরে ব'সে লিখত না
রোগা কবিতা।
তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে যে কী ইচ্ছে—
তাও পারি না।
তুমি তো কোনোদিন আমার সঙ্গে অবিনাশ সরণি দিয়ে
হাঁটবে না
নইলে দেখিয়ে দিতাম তার আঙুলের চাপে কীভাবে
ঘাড় তুলে মাথা উঁচু করে ধাবমান তীব্র ইস্পাতের ঘোড়া।

পদ্যের মতো

উল্টোপাল্টা চমকপ্রদ কয়েক লাইন গদ্যের মতো
বাসস্ট্যান্ডে বাজারে মুদিখানায় স্কুলে স্মার্ট হই
সারাদিন পথে পথের পরপারে তারও ওপারে
কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঝ'রে পড়ি ঝ'রে ঝ'রে পড়ি
যেন বাগানের বকুল সকালবেলার শিউলি
আমার প্রথাসিদ্ধ ছন্দের নদী নিয়ে লেখা পদ্য।

এক কবি ও তুমি

যে কবি কখনো পার্টিতে যায়নি সে কী করে লিখবে তোমার কথা?
যে কবি কখনো হুইস্কি খায়নি সে কী করে দেখবে তোমার চোখ?
যে কবি কখনো রাত কাটায়নি বাইরে সে তোমাকে জানবে কী করে?
তুমি তার গ্রামে চিঠি লেখো পোস্টাফিস ভুল করো জেলা জানো না
তুমি তাকে কতো কী দেবার প্রলোভন দেখাও নেমন্তন্ন করো
সে কলকাতা যাবে কী করে? সে পৌঁছবে কী করে জোকায়?
সে শুধু নদীর কিনারে ব'সে থাকে আকাশের কিনারে ব'সে থাকে
বাতাসের কিনারে বসে থাকে ঃ তুমি নাকি আসব বলেছ তাকে!

সামন্ততান্ত্রিক কবিতা

কেউ জানে না আমার এক চিহ্নহীন গ্রাম আছে
গোপন দুঃখের মতো সে গ্রামে যাবার পথ
বন প্রান্তর টিলা মরা নদী কাঁটালতায় আকীর্ণ
সেখানে আমার বাস্তুভুমিতে খেজুর আর বাবলার জঙ্গল
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের শাখা প্রশাখায় থর থর হাওয়া
মজা দীঘির দামে দমবন্ধ শৈশব কৈশোর সন্ধিকাল
ব্যঞ্জনাহীন ধুধু আকাশে জ্ব'লে যাওয়া নীল হয়ে যাওয়া তারা
কেউ জানে না আমার এক ঠিকানাহীন গ্রাম আছে
বর্গা হয়ে যাওয়া কয়েক বিঘে জমি আছে
যেখানে আমার শেকড় চারিয়ে গেছে অনন্তমূল
লোকাল কমিটি জানে না জোনাল কমিটি জানে না
জেলা কমিটিও যে একদানা ফসলের জন্যে আমার
ডালপালায় শন শন আওয়াজ হয়, ঝড়ের সংকেত।

তুলনামূলক সাহিত্য

লেখায় লেগে যায় রোদের ভাঙা টুকরো
মাটিমাখা জ্যোৎস্নার ছেঁড়া অংশ
শীতের নীলচে মলিন ফালি
পাখির ডাক মেঘের গর্জন বৃষ্টির শব্দ
একলা এক কিশোরের বিষণ্ণতা
তার মন খারাপের কবিতা—।

কবিতা কী করে লেখায় লেগে যায়?
জানো না? যেভাবে লেগে যায়
রোদ্দুর জ্যোৎস্না বৃষ্টি শীত
যেভাবে লেগে যায় স্মৃতির কাঁটালতা
বিস্মৃতির হাহাকার অবচেতনের ঝুরি
সাতই চৈত্র দশই বৈশাখ
বালির চিতা দুগগাহিড়ের কৃষ্ণা দশমী
আর আমার প্রণাম আমার শরণাগতি
আমার রক্তমাখা জন্ম মৃত্যু
আর তার মাঝখানের জীবন যাপন
লেখায় লেগে যায়—আর তার
বক্তব্য হারায় গন্তব্য হারায় মন্তব্য হারায়
শব্দের কঙ্কালনৃত্যে ভরে ওঠে তুলনামূলক সাহিত্য

কথাগুলি

জানকীর বাঁধ একটি দীঘির নাম
চৈতালী একটি জঙ্গলের নাম
বাবুরপাটি একটি জমির নাম
গ্রামের নামটি ছোলাডাঙা
আর গন্ধেশ্বরী যে নদী তা আর
বলার অপেক্ষা রাখে না আজ।

আর একটি মানুষ যার নাম
অমূল্যরতন
আর একটি মানুষী যার নাম
আমোদবালা

তাঁদের কথা কবিতায় কুলোবে না
আমার ভাঙাচোরা হৃদয়েই থাকুক সব।

আশ্রম ঃ একটি সূর্যাস্ত

এই সেই নদী। চলো যাই চলো যাই জলের ভিতরে।
তোমার ব্যাকুল হাত ধ'রে টানি। কিনারে পাথর।
ফেনায় পিচ্ছিল। সূর্য অস্তগামী। শীত। পরপারে
কুশায় ঝাপসা গাছ। চাঁদ উঠবে একটু পরে। বসো।
হাওয়ায় উড়িয়ে নেয় কথাবার্তা। আগুনে পুড়িয়ে দেয় ভয়।
আর জলে? শুধু ডাক ঃ আয় আয়। তোমার দু'হাত
ধরে কাঁপি। ভেসে আসে ওঁ হ্রীং ঋতং—
ফিরি। ফিরে আসতে হয়। সবাইকে। নদী
একা নিরবধি কাল। জল ডাকে স্রোত ডাকে ঃ আয়
দু'পারে দু'হাত মেলে তুমি নাও রেবাকে আমাকে।

মোটরবাইক

ভালোই চালাই। সাবধানে। তবু কী কারণে প'ড়ে প'ড়ে গেলাম।
গাড়ি ভাঙল। পা ছড়ল। বুকে আঘাত লাগল।
লোককে বলতে হল অ্যাক্সিডেন্ট করেছি।
এইভাবেই পড়ে সবাই। সবাই না, যারা পড়ে, এইভাবেই।
টের পায় না। বুঝতে পারে না। সাবধান হবার সুযোগ পায় না।
তাহলে কি হেঁটেই যাওয়া আসা ভালো?
কিন্তু অন্য কেউ এসে আমার ঘাড়ে পড়তে পারে।
আসলে পড়তে হলে পড়তে হবে—এই নিয়ম।
চলো আবার গিয়ে গাড়িতে উঠি—পথ ডাকছে।

ধরণ

এই রকমই। এই রকমই ধরণ।
যাই। আসি। যাই। আসি না।
কোথাও দাসখত লিখে দিইনি।
কোনো কমিটির সদস্য হইনি।
কোনো ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়িনি।
এই রকমই। এই রকমই ধরণ।
যাই। আসি। যাই। আসি না।

বাঁচার জন্যে মরার জন্যে

বাঁচার জন্যে তিন লক্ষ পথ আছে
আর মরার জন্যে আট লক্ষ।
প্রেমের জন্যে একশো আটটি পুরস্কার আছে
আর ঘৃণার জন্যে তিনটি।
আলোর জন্যে দুশো কোটি বছর মাপতে পারা গেছে
অন্ধকারের জন্যে কোনো পরিমাপ নেই।

এই ভাবেই সারারাত কাটল যখন
ভোর এল দু'হাতে দু-কূলপ্লাবী আনন্দ নিয়ে।

আনন্দ। আনন্দ। আনন্দ।

জানা না জানা

তুমি জানতে একদিন একজন আসবে
সে তোমার কেউ না
                    তবু তার জন্যে সারাদিন
                    তবু তার জন্যে সারারাত
ধুলোয় বালিতে ছেঁড়া পাতায় হাওয়ায়
তুমি তাকিয়ে থাকবে পথে
দুজনের চোখেই জল দেখা দেবে একসময়

শুধু জানতে না একদিন আর
কেউ কারো সঙ্গে দেখা করবে না

ধুলোতে বালিতে ছেঁড়া পাতায় হাওয়ায়
উড়ে পুড়ে যাবে অভিশপ্ত অভিমান।

এইভাবেই

এইভাবেই কাছে যাই সরে আসি চুপচাপ ঘরে ব'সে থাকি।
এইভাবেই ফুটে উঠি ঝ'রে পড়ি ঘুমিয়ে থাকি অনন্তকাল।
এইভাবেই আকাশ আর মৃত্তিকার মাঝখানে স্তব্ধ হই।
এইভাবেই মনে পড়ে মনে পড়ে না মনে পড়ে মনে পড়েনা—
আমার সব ছিল সব সমস্ত যার বেশি কিছু থাকতে পারে না।

কাজের শেষে

তুমি তো পড়োনা; তবে? থাক।
চলো যাই অন্ধকার নক্ষত্রের বনে।
নদীটি অপেক্ষা করে ব'সে আছে। চলো।
আকশে কি বিদ্যুৎ চমকালো?
আমার সমস্ত কাজ শেষ।
তোমার? তাহলে একা? ভালো।;
কেউ ছিলো? কখনো কি ছিলো?
নদীটি অপেক্ষা করে আছে।
তার জল তার বালি তার অন্ধকার
বুকে চেপে বসে আছে স্নেহের সম্ভার।
আমার সমস্ত কাজ শেষ।
বস্তুত আমার কিছু করার ছিলো না।

সব থাকবে

এই ঘর মাটির সংসার
এই পথ আলো অন্ধকার
এই সুখ দুঃখ ভুল ভয়
এই স্বপ্ন আনন্দ ও নিরানন্দময়
সব থাকবে সব থাকতে হবে

আমাকে আবার আসতে হবে।

এখুনি

কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে কষ্টের
আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে দুঃখের
আবার রাত আসছে আবার সকাল আসছে
কী নিয়ে কে জানে ভেবে ভেবে অস্থির
নিশ্চুপ মেঘের মুখ থেকে
এখুনি বৃষ্টির মত
মন কেমন ঝরতে থাকবে প্রান্তরে।

ঘুমের ভিতর

ভিড়ের ভেতর খুঁজে বেড়াই
নির্জনে চোখ বন্ধ ক'রে ভাবি
ঘুমিয়ে গেলে স্বপ্নে দেখি

এর কোনো মানে হয় না
এরকম হবার কথা ছিল না
শুধু একবার তাকালে তো কি!

স্পর্শেন্দ্রিয় তো ত্বক।
দৃষ্টিতে কি ছোঁয়া যায়?
না ছুঁলে কি বেজে ওঠে কিছু?

ভিড়ের ভিতর খুঁজে বেড়াই
নির্জনতায় চোখ বন্ধ করি
ঘুমিয়ে পড়লে শুধু দেখা হয়।

একদিন

একদিন তুমি ছিলে
তোমার সুগন্ধ ছিল
আর আমার শরণাগতির
অনিঃশেষ নীল।

আজ আর কিছু নেই।

আজ সব অন্বেষণ
এসে মিশেছে
বিশ্বাসপ্রবণ এক জলে
যেখানে নিজের হাতে
ভাসিয়ে দিয়েছি
তোমাকে একদিন।

আমার প্রণাম আমার প্রপন্নার্তি

ভুলেই থাকি। কখনো কখনো হাওয়ায়
ভেসে আসে অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ।

চোখেই পড়ে না। কখনো কখনো দাওয়ায়
সারারাত একজনকে জেগে ব'সে থাকতে দেখি।

বুঝতে পারি না। শুধু সামনের অসতর্ক কিনারে
টাল সামলে উঠি পেছনের কাঁধে করস্পর্শে।

মনে পড়ে না। মনে পড়ে না। সহসা বাঁ চোখে
জল গড়িয়ে পড়ার ছবি সত্তাকে সম্মোহিত করে।

আমার প্রণাম আমার প্রপন্নার্তি
নিচু হয়ে কুড়িয়ে নেয় আনন্দ-আকাশ।

ঘুম লেগেছে

ক্রমশঃ ছাড়িয়ে নিচ্ছ আমাকে
বহুদিন জড়িয়ে পড়েছিলোম
আজ খুব স্বস্তি লাগছে সখা
দেখ দেখ কেমন সুন্দর শূন্যতার নীল
পূর্ণতার জলে টলমল করছে
ভেতরে বাহিরে স্তব্ধ আনন্দ
তার মধ্যে তোমার বিরহ
তার মধ্যে আমার পূজা পাঠ প্রার্থনা
আজ বড় ঘুম লেগেছে আমার হৃৎকমলে।

কাব্যগ্রন্থ

আমি প'ড়ে দেখলাম
কোথাও বেজে উঠলাম না
হে আমার নির্জন দুঃখ
চলো আমরা আরো দূরে পালাই
কেউ যেন না সহজে খুঁজে পায়

শহরে কবি সম্মেলন চলুক

একদিন

কিছুতেই জানতে পারলাম না
কেন এসেছিলে কেন চ'লে গিয়েছিলে
কেন আর কোনোদিন ফিরে এলে না।
একুশ বছর ধ'রে শুধিয়ে বেড়িয়েছি
নীরবে ঝ'রে গেছে ফুল
নিঃশব্দে বয়ে গেছে নদী
স্তব্ধ হয়ে থেকেছে মৌন আকাশ।
ঠাকুর, তোমার সেই ব্যাকুলতা
কথামৃতেই লুকোনো থাকুক
পথে একদিন বাউলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

আকাশে

রোজ ভাবি লিখে রাখব এঁকে রাখব এমন পথের
প্রকীর্ণ ধুলোর কথা ছেঁড়া পাতা ঘাসেদের কথা
রোজ ভাবি গিয়ে বসব একটু নেমে মাটির দাওয়াতে
উঠোনে লাউয়ের মাচা গাঁদা ফুল বাইরে দূরে নদী
একটি দুটি লোক কিংবা বাঁকাটেঁড়া প্রবুদ্ধ শিমুল
ছায়া কি রঙিন হয়? রোজ ভাবি স্বপ্নে এত রঙ?
ভালবাসতে পারলে হতো মজার কুটির মতো নাকি?
ভালবাসতে জানলে মুঠো থেকে খুলে হারাতো না সোনা
তোমার মুখের 'পরে আলো পড়ত আলো পড়ত আলো।
গনগনে পাথুরে পথে ধুলো উড়ছে বালি উড়ছে ছাই
সূর্য নেমে গেছে দূরে পাহাড়ে টিলায়, সন্ধ্যা এসো
দেখ ভাবনাগুলি থেকে সুগন্ধ ছড়ায় ভেসে যায়
সমস্ত দুঃখের মেঘ, সুখেরও, কী নির্বিকার নিবিড় আকাশে।

চিরস্থির

সত্যি কি এঘর থেকে ওই ঘরে যাওয়া?
বরাটদা, আপনি তো আজ নির্ভয়ে বলবেন
জেলা কমিটির 'ছুটি ছুটি'র তোয়াক্কা আজ নেই।

সত্যি কি তাহলে তেজীয়সাং নির্দোষ?

বাদলদা, আপনি তো আজ জানাতে পারেন
কোনো সংঘ টংঘ আজ আপনাকে ছোঁবে না

সত্যি কি কিছুই যায় না ফেলা? বলো কবি
তুমি তো পুজার ছলে কোনো কিছু গোপন করতে না!

সত্যি কি সত্যি কি সূর্য ওঠে না ডোবে না? চিরস্থির!

আশ্রম

আশ্রমের থেকে বহু দূরে
অলৌকিক একটি ভিখিরী
গান গায় অনাহত সুরে
বৃষ্টিরা তা শোনে তাকে ঘিরি

আশ্রমের বহু ঊর্ধে রোজ
একটি বিষণ্ণ ম্লান তারা
দেবীদের বাগানে নিখোঁজ
শুনে সংঘ সম্পাদক সারা

বহু দূরে আশ্রমের থেকে
দেখে স্পষ্ট কবি একজন
কংসাবতী গেছে শুধু রেখে
একটি কঙ্কাল বহুক্ষণ

চার টুকরো

আমারও স্মৃতি নদীর পরপারে
পদ্মা নাকি যমুনা জানি না তো
তবে সে নদী নদীই—সত্তায়—
এখনো তার ছলাৎছল বাজে
এখনো পাড় ভাঙার ঘুম ভাঙার
ব্যাকুলরাত বিদায় বিদায় বলে

আমারও গ্রাম জমি ও জমা দীঘি
বাঁশের বন অশ্বত্থ খাল শ্মশান
জোনাকি জল জীবন্মৃত সবই
শহরে পথে একাকী পেলে ডাকে
রহস্যময় শীর্ণ শাদা রেখা
পথের? ফিরে যাবার? বলো আবার

আমারও আজ স্বদেশ নেই কোনও
হারিয়ে গেছে গ্রামের মতো কতো
নিজস্ব নীল সজল ভালবাসা
হারিয়ে গেছে মায়ের মতো ভাষা
এখন আমার বানানো সব, তাতে
চমক গমক হাজার প্ররোচনা।

আমারও মুখে আমারও সারা দেহে
জলজ দাম শ্যাওলা কাঁটালতা
উইয়ের ঢিপি বনজ বিষ গাঢ়
পাহাড়ঘেরা কুয়াশা ভাঙা জল
লজ্জাহীন সুন্দরের—তবু
শহর চায় সমর্পণ প্রভু।

যদি

হয়তো কেউই কোথাও থাকবে না।
তাহলেও তো যাব, যেতে হয়।
তাহলেও তো যায়, যেতে হয়।
কিছুই না নিলেও সঙ্গে থাকে
গোপন আকাঙ্ক্ষাগুলি সব।

হয়তো কোথাও কিছু নেই।
এই রকমই ধূধূ করবে মাঠ
এই রকমই হু হু বইবে হাওয়া
এই রকমই ধুলো আর বালি
হয়তো; তবু উন্মুখতা—, যদি

কিছু থাকে কেউ থাকে তাকিয়ে
যদি ডাকে যদি তীব্র বাঁকে
দেখা হয় দেখা হয়ে যায়।

পিঁপড়ে ও খড়কুটো

এইভাবে কি ভোলায় তবে সবই?
সবই? আমার বুকের ভালবাসা!
অন্তত সেই সন্ধেবেলার ছবি
অন্তত সেই যাওয়া এবং আসা!
এইভাবে কি মিথ্যে কলরবে
হারায় নিবিড় স্তব্ধ আনন্দ
নাহয় কিছুই না হলে না হবে
দুয়ার আমি করব না বন্ধ।
এইভাবে ঘুম এই ভাবে রাত ভর
স্বপ্ন এবং স্বপ্নে সফলতা
জয় পতাকা চূড়াতে থরথর
গমগমে সব অসার কথকতা।
এইভাবে যায় এইভাবে যায়, আসে
তবুও, খুব শক্ত ক'রে মুঠো
একটি তারা মিটমিটিয়ে হাসে
হাসে পথের পিঁপড়ে ও খড়কুটো।

তুমি কি

তুমি কি আমার জন্যে কোনোদিন প্রার্থনা করেছো!
তা না হলে চন্দনের গন্ধে কেন ভ'রে উঠবে ঘর?
কেনই বা জলে ভরবে এই চোখ ভাসাতে আমাকে?
এসো এসো শব্দে কেন বেজে উঠবে হৃদয়ের শিরা?
আমি না বুঝলেও কেউ চেয়ে থাকবে আকাশের মতো?
তুমি কি আমার জন্যে কোনোদিন প্রার্থনা করেছো!

রহস্যকাহিনী

এভাবেই শুরু হয় নতুন অধ্যায়।
তখন পিছনে আর তাকানো চলে না।
প'ড়ে থাকে ভালবাসা প'ড়ে থাকে সহজ বিশ্বাস
সামনে দিগন্ত অব্দি পথরেখা আকাশে মিলায়।
কিন্তু তার কতোখানি নেমে গেছে জলে
কতোখানি বেঁকে গেছে বনের আড়ালে

জানতে না জানতেই ঝ'রে যায়
হঠাৎ হাওয়ায় সব কখন হলুদ হওয়া পাতা।
ঝরে কিন্তু কিছু পরে আবার উদগত হবে বলে।
এরকমই রীতি গল্পে নটে গাছে
সমস্ত রহস্যকাহিনীতে।

গোধূলি

গোধূলি, তুমি গেরুয়া ঢেলে ভেজালে কেন পথ
এখানে কালো কঠিন পিচ এখানে কই মাটি
কুটিল মুখ আগুন চোখ নিশান পৎপৎ
এখানে দল সেখানে দল গোছানো পরিপাটি।

গোধূলি, আজ কোথায় গ্রাম কোথায় দেশ কারা
কঠিন ইঁট পেতেছে মোড়ে শহীদ লাল বেদী
শিউরে উঠি কীসের ত্রাসে শীতল শিরদাঁড়া
এখানে কেন উঠেছো ফুটে মোরগঝুঁটি জেদি

গোধূলি, আমি অনেকদিন অকূল সেই মাঠে
গলিত সোনা দেখিনি বনে শ্রাবণ মেঘে ছাওয়া
ব্যাকুল সেই কারো না চোখ এখনো চৌকাঠে
আমাকে ডাকে বাউল পথ নূপুর বাঁধা হাওয়া

গোধূলি, আমি ভুলিনি বাজে এখনো ধ্রুবপদে
যাওয়া ও আসা, হলো না হলো, ব্যথিত সব রীতি
অনেক দিন অনেক রাত বিপদে সম্পদে
রূপকথার চুপকথার কান্তারের স্মৃতি

গোধূলি, তুমি গেরুয়া ঢেলে এখন কেন এলে
এখন সব পাথর সব পাথর রাজধানী
আমার নেই কিছুই সব এসেছি কবে ফেলে
গোধূলি, ভালবেসো না আর, নিজেকে আমি জানি।

দেখা হলেই

তোমার সঙ্গে দেখা হলেই ফুটে উঠবে ফুল
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই চাঁদ উঠবে রাতে
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই ভেঙে পড়বে ভুল
এই পুলকে আমলকি এই রাখছি নাকি হাতে?

কিছু হয়না ফুল ফোটে না চাঁদ ওঠে না ভুলও
ভাঙে না তার দুঃখ থাকে সারাজীবন জুড়ে
যন্ত্রণা তার যায় না বুকের ভিতরে এক চুলও
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই কী যেন তার পুড়ে

ধুপের মতো। দহন। সে কি সেই কি ভালবাসা?

মৃত্যু এসে

মাঝে মাঝে মৃত্যু এসে খুলে দেয় আবরণগুলি
লোভ থেকে পাপ থেকে অপমৃত্যু থেকে সে সময়
স'রে দাঁড়ানোই শ্রেয়—ভেবে যাই তোমার নিকটে
তুমি তো চেনোনা, আমি চেয়ে থাকি দূর থেকে মুখে
একান্তে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসি ঘন বৃষ্টি নিয়ে
রাঢ়ের রোদ্দুর নিয়ে শীতও, আর যেতেই পারি না
অনেক অনেকদিন—আবার না মৃত্যু এলে নিয়ে গেলে কাছে।

কৃষ্ণাদশমী

কৃষ্ণা দশমীর শান্ত অন্ধকার ঢেকে ছিল পথ
স্তব্ধ হাওয়া জেগেছিল বটের শাখায় দীঘিজলে
কেউ কারো মুখে আমরা তাকাতে পারিনি দুজনেই
শুধু অগ্নি নিয়ে গেল তোমার শরীর—আমি আর
যাকে ছুঁয়ে কোনোদিন সে রকম পবিত্র হবো না
যাকে দেখে কোনোদিন এ জীবনে এই দুটি চোখ
জলে ভ'রে উঠবে না আমাকে করাতে স্নান পান।

ঘাসমাতা

‘‘পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম এখন’’
ভেঙে ভেঙে নামাতে নামাতে সন্ধে হল।
কতো কী যে বাকি রইল কতো কী যে পড়ে রইল পথে
হয়তো আর এক স্বপ্নে তৈরী করা যেত এ জীবন
হয়তো আর এক স্বপ্নে নষ্ট করা যেত এ জীবন
অন্তত মাটির মূর্তি গলানো সহজ হতো জলে
ভালবাসা এরকম ব্যর্থ হয়? আপ্তবাক্য তবে
কখনো অভ্রান্ত হয় না? কতো কী যে জানালো জীবন
কতো কী যে মুঠো থেকে খসে পড়ল অনুপ্রবিষ্ট হলো কতো
এখন সময় কই? যেতে হবে। আরও আসবে হবে।
কোনো এক ঘাসমাতা আমাকে আশ্রয় দেবে বলে।

পথ

অতি ব্যক্তিগত এই দুঃখগুলি প’ড়ে রইল পথে
আমি নিচু হয়ে কিছু কুড়িয়ে নিইনি যেতে যেতে
জেগে রইল একটি দুটি খড়ো চাল মরা নদী গ্রাম
একটি শীর্ণ শাদা পথ পায়ে চলা নির্জন বিকেলে
বৃদ্ধ অশ্বত্থের শাখা শেকড় কাঁটায় ছিন্ন ভিটে
এই—আর কিছু নেই—কোনো দিন কিছুই ছিল না
এই যে পিছনে ফিরে চেয়ে দেখা এর মানে তবে
ভবিষ্যৎ নেই? যতো এগিয়েছি জমাতে অতীত?
অন্ধ জড় জীর্ণ হিম হা হা স্তব্ধ কেবলই অতীত?
এমন গহন গূঢ় গম্ভীর জটিল পাকে ঘুরিতে ঘুরিতে
ভ’রে ওঠে সূক্ষ্ম দেহ ভ’রে ওঠে কারণ শরীর
প্রারব্ধ পাথর শুধু পামীর প্রমাণ ঃ আরো দিতে হবে? আরো?
মনে হয় নিচু হয়ে নেমে এসে কিছু দূরে ছুঁয়েছে আকাশ
আমার এ পথরেখা, যতো যাই ততো সে উধাও যায় স’রে
আমার দুঃখের দিন এইভাবে মিশে যায় রাতের ভিতরে
একজন অনিমেষ চেয়ে দেখে চেয়ে দেখে কিছুই বলে না।

মুক্তি

এবার তোমাকে মুক্তি দেব বলে এসেছি এখানে
আজীবন কাছে ছিলে মনে পড়ে সুখে দুঃখে ছিলে
আজ নিজে হাতে এসো ডানা মেলে আকাশে ওড়াই
ভাসাই নদীর জলে ছড়াই মাটিতে পথে পথে
বুকের ভিতরে খুব খালি ক'রে শুষে নিই হাওয়া
কিছুই হলো না ব'লে দুঃখ নেই—কোনোদিনই নেই।

চোখে চোখে

আমার কোনো বন্ধু নেই, তোমার জন্যে—
তবুও তুমি ফেরাও মুখ উদাস করো চোখ
হঠাৎ কোথায় নেমে উধাও, কোথায় যাও রোজ
আমার খুব ইচ্ছে করে সঙ্গে যাই আসি
পাশাপাশি বসার লোভ অনেকদিনকার
একটি বই তোমাকে দিই আমার নাম লিখে
একটি বই তোমার নামে না হয় হলো—এই—
এছাড়া কোনো আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই কিছু—
তবুও তুমি রাখো না চোখ আবার এই চোখে।

চিরদিনের

শরীর জুড়ে প্রৌঢ়, মন কিশোর, তুমি এসো
ফেরাও উট পেছনে থাক তুহীন মরুবালু
তেমনি ভালবাসি তুমি তোমার মতো বেসো
মাটির মতো মাটি থাকুক আকাশ স্বপ্নালু
সময় থাক পোশাক তুমি নিবারণ হেসো
যেমন সেই লজ্জাহীন একদা হেসেছিলে
চিরদিনের কিশোরী ফেরো আবার ফিরে এসো
ভাসাও সেই জোয়ারে তুমি যেমন ভেসেছিলে

যদি চোখে পড়ে

প্রেমিকাকে কেউ স্ত্রী করেছে? বিশেষত
কোনো কবি? আর তাও যদি ক'রে থাকে—
সেই স্ত্রীকে আরো প্রেমিকা? সম্ভবত
এরকম কিছু নেই কারো কোনো বাঁকে।

তবু একজন এমনই দুঃসাহস
বুকে বেঁধে হাঁটে সরু আলপথে একা
অশালীন ব'লে রটে তার অপযশ
প'ড়ে থাকে পথে অকবিসুলভ লেখা

যেগুলি কুড়িয়ে নিতে রাত হলে নামে
আকাশলোকের একটি কি দুটি নদী
ছাপা হবে ব'লে চিঠি আসে নীল খামে
কবি দিশেহারা ঃ শঙ্খ ঘোষের যদি

চোখের আলোতে প'ড়ে যায়! যদি ফের
চোখে পড়ে আহা অলোকরঞ্জনের!

ঘরে বাইরে

আজ দুদিন ভিড় কোলাহল ক্লান্তি
আজ দুদিন ধুলো বালি ছেঁড়াপাতা
আজ দুদিন পৃথিবীতে বড় বেশি রুক্ষতা।

তুমি দুদিন আসোনি। দুদিন তোমাকে দেখিনি।

তুমি আমার ঘরের নও। পথের?
তুমি আমার পথের নও। ভিড়ের?
তুমি আমার কেউ নও। আমার কেউ নও।

সাধারণ মানুষ

এই যে মশাই বলুন তো
এখন কী আর পেঁয়াজ খান?
এখন কী আর চাকরী হয়?
ফসল কী দেয় বর্গাদার?
তাই নিয়ে কেউ রাগ করে!
'যখন যেমন' মা-র কথা।
জানেন না? যান মিশন তো।
এই যে হঠাৎ পোখরানে
দেশ দেখাল কী শক্তি
সেই যে প্রধানমন্ত্রীদের
কীর্তি নিয়ে জলঘোলা
সব হলো না শান্ত কি?
মশাই, ভারতবর্ষ যে।
শান্তি কেবল শান্তি চাই
আমরা সাধারণ মানুষ
আমরা সাধারণ মানুষ
সন্তানেরা স্বপ্নে থাক
সন্ততিরা স্বপ্নে থাক
অনাদিকাল দুধভাতে।
চিরটাকাল দুধভাতে।

আর একদিন

একদিন আবার আমরা পাশাপাশি বসব।
সেদিন আর চুপ ক'রে থাকব না কেউ।
জানলা দিয়ে হাত নেড়ে যাবে আমাদের নদী
পাহাড় প্রান্তর আর অরণ্যভূমি—
আমরাও হেসে হাত নাড়তে নাড়তে
হারিয়ে যাব কোথাও।
একদিন আবার আমরা পাশাপাশি বসব।

প্রেমের কবিতা

এই রকমই প্রেমের কবিতা।
প্রেম থাকুক না থাকুক
কবিতা ঠিক জরোজরো হয়ে ওঠে।
সে তোমার দিকে চুপিসাড়ে
এগোতে এগোতে একসময়
থেমে যায়
তার বুকের আগুনে উত্তাপ নেয়
শীতের তারারা।

তুমি না এলেও

তুমি না এলে কেউ না কেউ ঠিক চ'লে আসবে
আসলে সবাই তো তোমারই ছায়া
আমার জন্যে কোথাও কেউ অপেক্ষা ক'রে নেই
একথা তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না
ধূসর চিঠির বর্ণমালা ঝাপসা হতে হতে
রচনা করে এক গ্রাম অশ্বত্থ দীঘি
একলা এক কিশোরের দুঃখের শেকড় বাকড়
তুমি না এলেও কেউ না কেউ ঠিক চ'লে আসবে
আমার শব্দে ছন্দে ধ্বনিতে ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জনাহীনতায়—

তারপর

তারপর আর তারপর আর তারপর
আর কোনোকিছু নেই—চুপ।
মৃত্যু বলো মৃত্যু সত্তা বলো সত্তা।
আমার শব্দের আয়ত্তের বহিরে।
কিন্তু 'না' নয় 'হ্যাঁ'।
আর তারপর আমার ঘুমিয়ে পড়া।

আড়াল

এসবই আমার মতো।
তোমাদের পছন্দ ভেবে তো আর
পাল্টাতে পারি না।
আর তার চে বড়ো কথা
সব চে গোপন কথা হল
এসবই ঠিক আমার মতো কিনা।
আমি তো সব চেয়ে বেশি চিনি আমাকে।
চিনি নাকি? ভেবে হাসতে গিয়ে দেখি
সব আড়াল ক'রে তুমি
পিঁপড়ের মুখে তুলে দিয়েছ
চিনির পাহাড়।

শুধু একজন

এ সবই আমার কথা। তোমরা লিখেছো।
আমি নিজেও লিখতে পারতাম। লিখিনি।
তোমরা কোনোদিন আমাকে পড়তে না।
তোমরা কোনোদিন আমাকে পড়োনি।
আমি তো তোমাদের বন্ধু নই। শত্রুও।
শুধু একজন—যে আমাকে কখনো ভালবাসেনি
শুধু একজন—যাকে আমি কখনো ভালবাসিনি
আমাকে কবি বলেছিল। দেওয়ালে টাঙানো নেই
তার কথা। সেই আমার সম্বর্ধনা। আমার পুরস্কার।

নিজের মনে

কিছু কিছু জিনিস অনায়াসেই শেখা যায়
আবার কোনো সামান্য ব্যাপার বুঝতে
কুঁজো হয়ে যায় জীবন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় শিরদাঁড়া
কাউকে একবার দেখামাত্র ভোলা যায় না কখনো
আবার কাউকে ভোলার জন্যে চোখের আড়ালটুকু যথেষ্ট
এইরকম সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার স্যাপার নিয়েই
ভাবতে ভাবতে নিজের মনে হেসে ফেলেছিল নিখিল
শুধু ফ্যালফেলে চোখ দুটি মেয়েটির দিকে
নিবদ্ধ ছিল বলে গণধোলাই জুটে গেল সেদিন
আমি তাকে হাসপাতালে গিয়ে নিজের মনে
হাসতে বারণ করেছি—বিশেষত সিস্টার থাকলে।

পোশাক

পোশাকের প্রতি আসক্তিই আমাকে
ফিরিয়ে এনেছে বার বার।
আম কল্পনা করতেও ভয় পাই
আমি আমার পোশাক খুলে ফেলেছি।
অথচ কতোবার তা খুলে ফেলতে হয়েছে আমাকে।
কতোবার জীর্ণ হয়েছে তারা
ছিঁড়ে গেছে পুড়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে
অথবা সদ্য কেনা—ফেলে দিতে হয়েছে।
সেই সমস্ত পোশাকের স্মৃতি নেই আমার।
কিন্তু সত্তায় তাদের সংস্কার রয়ে গেছে।
মা, তুমি আমাকে এবার কিছু
কিনে দিও না।
শুভ্র নগ্ন তোমার কোলে কাটাব বাকি জীবন।

বৃষ্টি

এইসব আঘাতে আঘাতে
বেজে ওঠো বেজে বেজে ওঠো।
এ জীবনে একদিন যাতে
ফুলের মতন ফুটে ওঠো।
ছলো ছলো ওই দুটি চোখে
কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি ও আকাশ!
মা, আমি কী কষ্ট দেব তোকে
কাছে পাবো মাত্র একটি মাস!

পরাগসম্ভবা

চ'লে যাবার সময় খুব সুন্দর থাকলে না
আসার সময় যেভাবে এসেছিলে
তাকে ভেঙে ফেললে
আমার যে জড়ানোর দাগে কষ্ট লেগে আছে
আমার যে ভুলে যেতে সময় লাগে খুব
আমার যে অন্যরকম কান্না অন্যরকম হাহাকার
তুমি বুঝে উঠতে পারলে না
তোমরা বুঝে উঠতে পারলে না
আমার অনেক নেই-এর ভেতর
তুমি মিশে রইলে
সুন্দর হয়ে না
আমার সমস্ত গ্রহণের ভেতর তুমি স্তব্ধ রইলে
পরাগসম্ভবা।

একটু দাঁড়া

যাবার জন্যে ব্যস্ত কেন?
মস্ত বড় কাঙাল হয়ে
হাত বাড়ালে সারাজীবন।
পা বাড়ালে যাবার জন্যে
সময় কি আর দাঁড়ায়?
সে তো আমরা জানি—
এই পৃথিবীর বুক নাড়ালে
পথের ধুলোর সামিল হয়ে
আমায় তুমি করলে ঋণী
শোধের জন্যে আনতে হবে
যাবার জন্যে তাইতো তাড়া
যাসনে ও ভাই একটু দাঁড়া।

স্কাইলার্ক

ব্যঞ্জনাহীন বিকেল থেকে একা
একলা একটা পাখি ছোট্ট পাখি
পড়লো আমার খাতার সব লেখা
চোখ পাকালো বকতে আমায় নাকি?

বকবে কেন? ওর কথা তো আছে!
এমনকি সব শিকার কাহিনীও!
এমনকি সেই তেপান্তরের গাছে
অশথ শাখায় ছিন্ন ডানাটিও!

পাখিটি নেই, একট মাত্র পালক
খাতায় রাখি রঙিন পেজমার্ক
বাড়ি ফেরেনি রাতের রাখাল বালক
তোমারই নাম তবে কি স্কাইলার্ক!

প্ররোচনা

তুমি প্ররোচিত করেছিলে
তুমি নষ্ট করে গিয়েছিলে
আজ বাধ্য নিতে দায়ভার।

তুমি যে পালিয়ে যাও তার
কলঙ্করেখার দাগ জলে
গলে না মোছে না কোনো ছলে।

আজ একে ওকে তাকে দিয়ে
নিঃস্ব হই বিলিয়ে বিলিয়ে
এপিঠ ওপিঠ দেখি প্রেমের ঘৃণার।

নৌকাকাহিনী

সন্দেহের প্রশ্ন নেই যা ঘটে তা চোখের সামনেই
কষ্টেসৃষ্টে তিনজনেই চাঁদ ওঠাই ফুল ফোটাই রাতে
একটু একটু ক'রে আনি জোয়ার সঙ্গমশীল জলে
ভাসাই নৌকাটি তীব্র ঘূর্ণিতে নিবিড় নীল বাঁকে
দুজনে দাঁড়ের নিত্য ব্যবহৃত কৌশলে বিহ্বল
ডুবোপাহাড়ের চূড়া থেকে বাঁচি সন্দেহ থেকেও
শঙ্কা থেকে যায় শুধু দুজনের, একজনের ভাষা
সান্ধ্য ও জটিল আর তাই তীব্র রহস্যের অধীর
যত বেশি রাত বাড়ে তত বাজে পৌরাণিক বাঁশি
সাম্প্রতিক রন্ধ্রপথে অনন্তকালের কৃষ্ণভুক
আর আমরা উৎসুক দেখি দাউ দাউ আগুন
জলের শরীর থেকে উর্ধমুখী ছুঁতে চায় আকাশপরিধি
তখন ত্রিকালদর্শী মান্ধাতার পেঁচা ডেকে ওঠে
তখন শ্মশানচারী শেয়ালেরা সভয়ে চেঁচায়
তখন সমুদ্র নিংড়ে হাওয়া নিম্নচাপে ফেটে পড়ে
আপাদমস্তক ঋজু মাস্তুলে প্রসিদ্ধ সেই ভুলে

চাঁদ গ'লে জল হয় ভয়ে নাকি প্রসন্ন মায়ায়
আমরা বুঝি না দেখি আগুনের স্রোতোজল শুধু
ক্ষুৎপিপাসা মিটিয়ে সে রাত্রিকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়
নির্জলা ব্রতকে ভেঙে টুকরো ক'রে ধর্মের ভিতরে।

এভাবেই

এভাবেই খুঁজে ফিরেছি একাকী পথে অরণ্যে
মরেছি বেঁচেছি ডুবেছি ভেসেছি তোমার জন্যে
জড়িয়ে ছড়িয়ে লতাপাতা কাঁটা যত্রতত্র
ঢেকেছি মুক্তি ভেঙেছি যুক্তি অন্নবস্ত্র
আশ্রয়শাখা ঃ কেউ ফেরে নাকি? কেউ কি ফিরত?
পথের যে ধুলো তারও প্রতি মায়া! হায় রে তীর্থ।
ও ভয় ও জয় ও বুকের খাঁজে ছিন্ন ডানার যৎসামান্য
ফিরে দেবে আর জমিজমাটুকু আমার পিতার কনকধান্য?
বহুদিন গেছে ঝরেছে অনেক, মুঠো তো শক্ত
করেছি, তা হলে? অনাসক্তির গলিতহস্ত
আমার তো নয়। আমি খুঁজে খুঁজে হয়েছি হন্যে
নিয়েছি যা নেওয়া অপরাধ তাও তোমার জন্যে
দেখেছি যা দেখা অপরাধ তাও জন্ম অন্ধ
শুনেছি যা শোনা অপরাধ ক'রে দু'কান বন্ধ
এভাবেই বহু দূরে গিয়ে দেখি এসেছি কাছে
কাছে গিয়ে দেখি বহু দূরে। আছে? কেউ কি আছে?
তোমার মতন? যাকে খুঁজে ফিরি যাই বা আসি?
তুমি কি ভেবেছো বানাবে আমাকে অবিশ্বাসী।

নিষিদ্ধ কবিতা

নিষিদ্ধ কবিতা থেকে উত্তেজনা নিয়ে যায় হাওয়া
মুঠোভর্তি, শুষে নেয়, লিখতে দেয় না
                                                  পড়ি
অন্ধকারে লেখা রাত্রি রাত্রি দিয়ে লেখা অন্ধকার।
কী কী অধিকার
                        অনুশাসনের পুঁথি?

কী কী?
সত্য বড় নগ্ন।
তবে? নগ্নতা অশ্লীল।
মিথ্যা দিয়ে তৈরী করো বানাও বিচিত্র কারুকাজ।
সাহস করো না বৃথা।
কবি কি আপোষ করবে তবে।
কবি কি উপোস করতে ভীত।
কবির ফাঁসির ভয় নেই।
নিষিদ্ধ কবিতা ওড়ে স্ফুলিঙ্গের মতো
খড়ের মতন শুকনো হৃদয়ের দিকে ছিটকে যায়
নিয়ে যায় মুঠো মুঠো হাওয়া
দাবি দাওয়াহীন।
স্কুল বাড়ি বাড়ি স্কুল
বেঁচে থাকলে সাতাশ বছর
কতো গুলি দিন?
অতিথির মতো চলে যাও—
মনে রাখবার যার মনে রাখবে শব্দসাক্ষী করে
কবি, গোপনীয় পাতা ভর্তি করো অক্ষরে অক্ষরে।

সন্ন্যাসকথা

কে কী বলতো? ভয়ে তুমি গেরুয়া আড়াল করলে। তাতে
ঢি ঢি পড়বে একদিন তর্জনীতে সন্ন্যাসী সমাজ।
আমাকে বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি হতো না তোমার।
আমি বন্ধুগতপ্রাণ। সংশয়াত্মা নই। আমি ঠিক
নির্দিষ্ট নিশান তুলে দেখাতাম আগুনের সাঁকোর ওপারে।
কে কী বলতো? ভয়ে তুমি আদিগন্ত আকাশ গেরুয়া ক'রে দিলে।

ক্ষত

এই ভালো এই দূরে দূরে দূরে দূরে
বারোমাস যাক ধুলোয় বালিতে ঘুরে
এই ভালো ঃ আমি ভালবাসতাম। তুমি
ভান করেছিলে ঃ সেও এক ভালবাসা।

আজ হলো প্রায় আঠারো বছর আসা
চলে যাওয়া। তুমি ভালো আছো? সেই তুমি?
এই ভালো এই মনে মনে খুশী মতো
যে যার মতন বেঁচে থাকি নিয়ে ক্ষত।

জোকায়

শুধু ভিড়ে ঠাসাঠাসি বাসে
চোখে মাত্র চোখ—এও যদি
অবৈধ প্রেমের গল্প বলো
কবি তবে চলে যাক
                    লছমনঝোলায়।

শুধু একটি দুটি পোস্টকার্ড
নিরুদ্দেশা প্রণোদিত—এই
যদি প্রেম নাম ধরতে চায়
কবি যাক
                    আবার কেলাতি।

তবে এক চামচ দু'চামচ
ক্ষীর কেউ কবিকে খাওয়ালে
সম্পূর্ণ নিজের হাতে—তার
যাওয়াও তো জরুরী
                              জোকায়।

কিছুই বলবে না কেউ তাতে
বিশেষত কবিপত্নী প্রাক্তনপ্রেমিকা।

চুপ

কাকে বলব? এত নিচু স্বরে?
যে আছে আমার খুব কাছে
অথচ অনেক দূরে তাকে!
সেই ভাষা সেই বর্ণমালা
ভেসে গেছে কাঁসাইয়ের জলে।
তাই চুপ করে বসে আছি।

পদ্মপাতায়

কাউকে কিছু বলার আগে ভাবো
নেবার আগে দেবার আগে ভাবো
যাবার আগে আসারও আগে ঠিক।
তবে কি ভালবাসারও আগে? বলো।

এমন অনুশাসনে বেঁধে দাও
যে তার আমি পারি না নিতে ভার।

কোথায় আছে ফুলের পাঁজিপুঁথি
কেমন করে মেঘের 'পরে মেঘ
আকাশ জমে, মঘা ও অশ্লেষা।

পৃথিবী তুমি পদ্মপাতা, আমি
জলের ফোঁটা করি যে টলোমলো
কী করে আমি পালন করি সব
ভালবাসার আগেই ডাকে জল।

পরিচয়

ভালো লেগেছিল বলেই
দেখা করেছি।
ভালো লাগে না বলেই
যাই না।
ভালো মন্দের বাইরে একদিন
পরিচয় হবে।

কেচ্ছা

ধরো এই কলকাতাতেই
একদিন আমার নামে
তোমাকে যুক্ত করে
ভয়ানক কেচ্ছা হলো

ধরো এই মফস্বলেও
বাসি সব কাগজ প'ড়ে
কোটরের অন্ধ পেঁচা
রটালো রাত্রি বেলায়

উদাসীন আমরা দুজন
কাউকেই কেউ চিনি না
প্রতিবাদপত্র দেবো?

অপরাধ পদ্য লেখা
অপরাধ লুকিয়ে দেখা
পেশা যে শিক্ষকতা
কথা নয় চোখের ভাষা
তাও এক পলক শুধু

তবু কেউ লেখেও যদি
যদি কেউ দেখেও আহা
দুর্লভ মুহূর্তকে

তুমি এই পদ্য পড়ো
সেও এই পদ্য পড়ুক
সকলেই পড়তে গিয়ে
জেনে যাক কলকাতা এই
বেনো জল কদ্দুরে ভাই
বুড়ি চাঁদ ভাসলো নাকি
বলবে অন্ধ পেঁচা।

বাজার

বিক্রি হয়েছে কবি আবার।
বিক্রি হয়েছে কবি আবার।

ঝাঁটিপাহাড়ীতে স্কুল ঘরে
নতুনচটিতে সংসারে
কাগজে কাগজে কলকাতায়।

দর পড়ে গেছে, জোগান খুব
দর পড়ে গেছে চাহিদা নেই।

তাই মাথা নেই মুণ্ডও
অসংলগ্ন ছন্দোহীন
বীভৎস রস গ্যাঁজানো রস
তাড়িখোর সব তুর্কীরা
আকণ্ঠ টেনে করছে মাৎ।

বাহবা জোগান শঙ্খ ঘোষ
বাহবা জোগান সুনীলদাও
নীরেন্দ্রনাথ? তিনিও তাই

বিক্রি হচ্ছে কবিরা সব
কাগজে কাগজে কলকাতায়
গ্রামে স্কুল ঘরে অফিসে আর
সংঘে সংঘে কারখানায়
কবরে কিংবা লাসঘরেও

কবিতা বিক্রি আনন্দের।
কবি বিক্রির খবর নেই।
শুধু ঝকমকে বেরোয় দেশ
দামী কবিদের নীল মেধায়।

আগে বাড়ো

দার্শনিক কথাবার্তা ছাড়ো
আগে বাড়ো আগে বাপু বাড়ো
নুন আনতে পান্তা শেষ যার
তাকে ব্রহ্ম সত্য বোঝাবার
কে দায় দিয়েছে, যাও ভাগো
কতো যে তামাশা মাগো মাগো

আমাদের ব্রহ্ম সারাদিন
খেটে খুটে সুন্দর স্বাধীন
ঘুমোয় জড়িয়ে গায়ে কাঁথা
আমাদের ব্রহ্ম আছে গাঁথা
বেকারত্বে চির অনুতাতে
আন্ত্রিকে আঘাতে ও অপঘাতে
বাস্তুহারা গ্রামেও বর্গায়
আমাদের ব্রহ্ম ভেসে যায়

এবার পারো তো দাও দেখি
ছেড়েছুড়ে সব লেখালেখি
কী ক'রে দিনান্তে দুই মুঠো
ছেলেটা জোগাড় করবে দুটো
কী ক'রে টিউশানি সেরে নিয়ে
বাড়ি ফিরবে অন্ধকার বেয়ে
জানো? কোথা চ'লে গেছে ভাই
প'ড়ে আছে রক্তমাখা সেই জামাটাই

পথ ছাড়ো বেলা হল ঢের
দেখতে দেখতে ভেতরে মেঘের
গণনেতাদেরও মুখে ত্রাস
বিবৃতিতে হেরে যায় ঘাস
দার্শনিক কথাবার্তা ছাড়ো
আগে বাড়ো আগে বাপু বাড়ো

মিল

আমি বলি বৃষ্টিদিন তুমি বলো আষাঢ় শ্রাবণ
আমি বলি বসন্তই তুমি বলো ফাল্গুন এখন
আমি বলি প্রেম তুমি আকর্ষণ বলো দুজনার
আমি বললে বিরহ তো দেখা হয়নি হবেই তোমার
চুম্বন যে গৃহছাড়া নিরুদ্দেশ ভালবাসা তাও
না মানো, ওষ্ঠকে ছোঁয়া বলো না কোথাও
আমি বলব এসো তুমি বলবে না কি যাই?
আমরা দুজনে মিলে পেরোবো না রাত্রির কাঁসাই?

দিনরাত

সমস্ত দিন বুকের মধ্যে পাথর
রাতে গভীর রাতে কেবল জল
জন্মে ডালপালায় ঝড়ো হাওয়া
আকাশ আর আকাশ মৃত্যুতে
পাঁজর জুড়ে ডানার নীল ঝাপট
শরীর ছিঁড়ে দাঁড়ায় সোজাসুজি
পলকা ধ্যান ধারণা ছেঁড়াপাতা
সমস্ত দিন ব্যাকুল জল ঝড়
স্তব্ধ রাতে দ্বিধায় থরো থরো
একলা আমিই হাজার হাজার তারা।

এক টুকরো আধা কবির আষাঢ়

এক টুকরো কবি আজ আষাঢ়ের বৃষ্টি দেখে গলে।
পড়ে থাকে রেশনকার্ড খুচরো পয়সা বাজারের থলি
জানলায় পদ্যের খাতা খুলে দেখে বৃষ্টি পড়ছে মিহি

একটি দুটি মুখচ্ছবি একটি দুটি সুগভীর রেখা
অস্পষ্ট খড়ের চাল পেন্সিল স্কেচের মতো বাড়ি
শাদা নদী ধুধু মাঠ নিঃসঙ্গ অশ্বত্থ কালো দীঘি
ঠিক এমনি জল পড়ছে পাতা নড়ছে দুলে উঠছে সেই
সুদূর শৈশব শ্যাওলা লতাপাতা জড়ানো জলের ভাঙা ছবি
ন'ড়ে উঠছে পানাপুকুর স'রে যাচ্ছে দুলতে দুলতে আর
এক টুকরো আধা কবির জং ধরা তারগুলো কাঁপছে স্বরোদে জলদে।

বৃষ্টিতে গলে না সব জলে সব ধুয়ে না মুছে না
দুর্বোধ্য স্মৃতির খেলা ততোধিক দুর্বোধ্য বেদনা
গ্রাম থেকে শহর থেকে রাজধানীর জলহীন স্রোতে
বজ্র ও বিদ্যুতে মেঘ ফালাফালা হৃদয় ও চৌচির
বিপন্ন বিহ্বল চিত্ত প্রহৃত ও প্রতিহত দিন
অবসৃত অন্ধকার রাত্রি ঃ কেউ ডাকনামে ডাকে না
মান্ধাতার পেঁচা ছাড়া ভাঙা মন্দিরের পাশে মৃত নদী ছাড়া
বুকের জটিল ঝুরি মায়ারাতে লুব্ধপ্রেত ছাড়া
অন্ধ পিপাসার জল শুভ্রপিপাসার জল কোনোখানে নেই।

তবু টুকরো আধা কবি মেলে ধরে আষাঢ়ে আকাশে
জীবনের অপচ্ছায়া স্বপ্নের কঙ্কাল ভস্মরাশি
ক্ষত চিহ্ন লাঞ্ছনা ও ঘৃণাচিহ্ন প্রেমের তিলকও
কেউ পড়বে ব'লে, কে সে? বৃষ্টি? তাই প'ড়ে থাকে তার
চক ও ডাস্টার খাতা রেশনকার্ড বাজারের থলি
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনের মতন সিক্ত নিষিক্ত প্রতিভা।

জল

আমার বন্ধুরা বলে প্রেমিকাকে স্ত্রী করা চলে না।
আমি কিন্তু প্রেমিকাকে স্ত্রী করে আবার
প্রেমিকা করেছি।
[illegible]

যুদ্ধ

এই যুদ্ধে জয় নেই পরাজয় নেই আছে শুধু
ছায়াকুস্তি পরিশ্রম দ্রবীভূত ভুলের শিকড়
এই যুদ্ধে মাটি নেই আকাশও না ধুধু
মধ্যবর্তী নীল আর নীল আর নীল পরপর।

এই যুদ্ধ দৃষ্টিশ্রুতিস্পর্শগ্রাহ্য হতেই পারে না
শুধু আস্বাদনযোগ্য যদি হও আশ্রমচণ্ডাল
পরস্ত্রীর ঘৃণা দিয়ে ফেরানো তো কখনো যাবে না
ঠিক আছে আজকের মতো, দেখা যাবে কাল।

বরাদ্দ

কতো অনয়াসে আমরা লিখে ফেলি ঘুম
স্মৃতি লিখি সাবলীল লিখি ভুল খিদে
ঘুম স্মৃতি ভুল খিদে ছায়া কান্তি সব—
তোমার বিমূর্ত রূপ। কে তুমি? জানি না।
তবু ব্যবহার করি। কেন করি? তাও কেউ জানে?
উন্মাদের পাঠশালায় প্রত্যেক কবিকে—
সপ্তাহে তিন কিলো শব্দ পাঠাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার
আপনি ঠিক পাচ্ছেন তো? মমতা ধমকান।

সম্পর্ক

তোমার আমার মধ্যে ব্যবধানে বেড়ে ওঠে ভুল
আকাশ পরিধি তার মৃত্তিকামন্ময় তার মুখ
সে চেনে না আমাদের ঈথারবিস্তারে বেড়ে ওঠে
অতৃপ্ত অস্থির অন্ধ অবিমৃশ্য অন্তিম আগুন

কামারপুকুরে থাকলে ঠাকুরের কী হত জানি না
তবে জানি পূজ্যপাদ বিবেকানন্দজী
পা মাড়াননি জয়রামবাটিতে
কামারপুকুরে।

খেলা

আমার বিশ্বাস নিয়ে পাঞ্জাবী বানিয়ে
আমার বিশ্বাস নিয়ে উত্তরীয় বেঁধে
আমার বিশ্বাস নিয়ে কমণ্ডলু ভ'রে
আমার বিশ্বাস নিয়ে আশ্রম বানিয়ে
তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, চতুর্দিকে চেলা।

তোমার চাতুর্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে
রাতের আকাশময় জ্বলে নিভে জ্ব'লে
আমাদের এ হৃদয় চেয়ে দেখে, নিপুণ কৌশলে
তোমার আর এক দুর্গে বাঘিনীর খেলা।

সত্য

এই যে, তোমার হলো না, এ অন্যায়
মাটি রেখে দিলো সাবধানে চাপা দিয়ে
আকাশ ও লুকিয়ে তুলে রেখে দিল অটুট অবস্থায়
দেখো একদিন সুদে ও আসলে নিয়ে

ফিরিয়ে দেবেই : আমার এ বিশ্বাস
তলে তলে গিয়ে জমায় ওদের হিমেনীল সন্ত্রাস।

গোপন

সবই

এ রাতের পাপ
ও রাতের ঘৃণা
এ হাতের তাপ
ও হাতে বলি না
এ নদীর জল
ও মাঠের বালি
না পাওয়ার ছল
দেখিয়েছে খালি
এ মনের মাটি
এ মনের হাওয়া
এ পথের পা-টির
ওইপথে যাওয়া
এ ভুলের ব্যথা
ও ভুলের ভয়
এর যেথা সেথা

স্মৃতি

সহসা সহসা এমন জলোচ্ছ্বাস
কোনো কিছু নেই কোনোখানে কিছু নেই
কোনোদিন নেই। আচমকা তোমাকেই
একাকী ক'রে যে চেপে ধরে গলা শ্বাস।

রিপোর্টাজ ঃ মফস্বল

এ শহরে কবি কম স্বভাবত কবিসভা কম
আবার অনেকে আসে গ্রাম থেকে
              নদী নালা পাহাড় ডিঙিয়ে
অনেকে আবার
              উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় কলকাতায়
                   (কল্কে পায় না শুনি)
ফিরে আসে, ক্লান্ত ম্লান অবসন্ন
              ছোট ছোট কাগজ বের করে
              পরস্পর লেখা ছাপে
              কলকাতার কবিদের বাঁ হাতেরও
একদিন
    সব থামে
    শুধু
এই সব কবিযশঃপ্রার্থীদের লেখার ওপরে
লেগে থাকে টুকরো টুকরো
              চাঁপা রোদ হিম জ্যোৎস্না চুম্বনের ছায়া
দু-চারটি উজ্জ্বল পংক্তি
              যেন মেঘ বিস্মৃতির নীলে
রঙচটা প্রচ্ছদ আর পুটভাঙা পুরনো কোনো বই

শ্লোক

খুব দ্রুত এই কাব্যের সংসারে
চতুর্মুখের মতন সৃষ্টি হোক
তুমি কেন ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছ দ্বারে?
লেখো, তুমি, তুমি, তুমিও লেখো না শ্লোক।

ছুটিতে রয়েছি

আমার স্ত্রী অসুস্থ, আমি ছুটিতে রয়েছি।
তার মানে কি যেতে হবে সভা টভা নাকি?
আজন্ম অরুচি ওই কবি ধর্ম রাজনীতির দলে
সংঘে কোনো রুচি নেই, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নেই।
আমার স্ত্রী অসুস্থ, আমি যাইনি পাহাড়ে
যাইনি সমুদ্রে কিংবা সমতল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো
ছুটিতে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে—
একত্রে রান্না করি সমুদ্র পাহাড় উপকূল
দুজনে একাকী থাকি মফস্বলে ছোট এ শহরে
ছুটি শেষ হলে তিনি সুস্থ হলে যেতে হবে স্কুল।

এক টুকরো বসন্ত

বাঁকুড়া শহর থেকে শুশুনিয়া পাহাড়ের চূড়া
দেখতে হলে আমাদের এ বাড়ির ছাদটাই ভালো
চূড়ার উপরে চাঁদ চাঁদের ভিতরে কালো ছায়া
তাও ছাদে দেখা যাবে ছায়ারও ভিতরে
রূপকথার মায়াপথ রক্তপাথরের সব সিঁড়ি
ছাদ থেকে উঠে গেছে—যাবে তুমি? এসো
যে কোনো অসময়ে শুধু এক টুকরো বসন্ত [illegible] দেখো।

যদি শুশুনিয়া থেকে ঝর্ণাজলময়
স্মৃতি ভেসে ভেসে এসে চেয়ে থাকে পাশে?

তবে ব্যক্তিগত ছুটি নিয়ে সে শিক্ষক
আবার কি চ'লে যাবে মুসৌরী গ্যাংটক?

মুছে যেতে যেতে

কবিতা লেখার জন্যে আমাকে কখনো
যেতে হয়নি তরাই এর জঙ্গলে বা ধলভূমগড়ে
এমনকি শুশুনিয়া ডাকবাংলো মুকুটমণিপুর
কবিতার লেখার জন্যে আমাকে কখনো
খেতে হয়নি রামলক্ষ্মণ পরতে হয়নি দিগবসন
শুধু
দেখতে দেখতে বেলা গেছে মেঘের অন্তরপথে কবে
একটি চিররূপকথার তেপান্তরে বাস্তবের মতো
দৃষ্টিগ্রাহ্য ছায়ামূর্তি গোপনকুঠার কাঁধে লোক
যক্ষমনস্তাপে ফিরতে গেছে রাত অন্ধ অনুগত
খাদ্যে ধর্মে অন্বেষণে পিপাসানির্ভর
কোনোদিন
কবিতা লেখার জন্যে স্বপ্ন দেখতে হয়নি আমাকে
যেতে হয়নি কলকাতায় কবিসভায় দশকে শতকে
সম্ভাবনাচিহ্নহীন অতি ব্যক্তিগত দুঃখ সুখ
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো অক্ষরের অপচ্ছায়াময়
মুছে যেতে যেতে যায়নি
আষাঢ়ের শ্রাবণের স্লেটে
কবিতার লেখার জন্যে কখনো আমার
চাকরি হয়নি পন্টিয়াক বিদেশ সফর আকাদমী
সভাপতিত্বের চিঠি ফুলের মালা সমুদ্র সৈকত
আনন্দের বই টই—
শুধু
সস্নেহে কয়েকবার সুধেন্দুদা (সুধেন্দু মল্লিক)
বাড়ি এসেছেন।

সুন্দর

এমন কখনো শুনেছো
ভালবাসা আর ঘৃণাতে
ধ'রে আছে কেউ কারো হাত?
প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর
মায়ালোক থেকে বাঁচবার
স্রোতোময় নীল শিখাতে
আবার কে যায় পুড়তে।
কখনো দেখেছো কেউ তার
মনোভার কোনো শ্রাবণেও
দেয়নি কাউকে কোনোদিন
মাথা নিচু করে কিছু সে
নেয়নি কুড়িয়ে পথে যে
সামনে পিছনে প্রান্তর
গ্রাম নেই কোনো দেশ নেই
তৃণহীন ও নিরুদ্ভিদ
ধূলিধূসরিত হাঁটছেই
কোথায় কিছুই জানে না।
তাকে কেউ ভালবাসতো?
তাকে কেউ ভালবাসে না?
তাকে কেউ ভালবাসবে?
শিকড়ে শিকড়ে প্রশ্ন
ঝুরিতে ঝুরিতে প্রশ্ন
নীরবতা ঘিরে প্রশ্নই।
সে জানে না কোনো উত্তর
কে জানে? কেউ কি জানতো?
চোখে তার শুধু সুন্দর
বুকে তার শুধু অমৃত
মুখে তার শুধু আর্তির
প্রণতিমুদ্রানির্ভর
প্রার্থনানীল সত্তা।
কখনো এমন হয়েছে?
তার নাম নেই রূপ নেই
তবু ডাকে শ্রুতিগ্রাহ্য
দৃষ্টিগ্রাহ্য তবুও
দৃষ্টিশ্রুতির বাইরেও
জরা মরণের বাইরেও
নীরবের হাতে একলাই
সে শুধুই রাখে সুন্দর।

বর্ম

তুমি প্ররোচিত করেছিলে।
তাই এই জীবন যাপন।
যদি একে পাপ বলো পাপ
প্রারব্ধ তো প্রারব্ধ। আমার
নিজস্ব কোনো দায়ই নেই
দায়ভার সকলই তোমার।
তুমি প্ররোচিত করেছিলে।

তুমি কিছু স্বীকার করো না
বিশেষত ভুলগুলি। তাই
সেগুলি ফোটাই ফুল ক'রে
একদিন পেতে দেবে হাত
সুনিশ্চিত। এই বিশ্বাসের
ধ্বংস নেই ভিক্ষুক আমার।

একদিন জীবন-মন্থন
আত্মবিষ পান করবে ব'লে
আমাকে প্রারব্ধবদ্ধ ক'রে
তুমি ধর্মে বর্ম বানিয়েছ।

আমাদের সব পাপ তুমি।

সেই থেকে

তোমাকে সামান্য ছুঁয়ে কবি যদি মত্ত হয় তাতে
আষাঢ়ের আকাশ কি নিরাসক্ত থাকতে পারে বলো
কখন গোপনে কবে মুহূর্তের দেখা হয়েছিল
সেই থেকে বৃষ্টি ঝরছে পাতা ঝরছে সারা পৃথিবীতে
অসাড়তা ভেঙে বাজছে সুদূর গভীর জলে ব্যাকুল বেদনা
নীরবের হাতে তুলে দিতে দিতে একা তার ব্যথা
তারাদের ফুলে ফুলে ঘাসেদের শিশিরকণায়
কবি কি তোমার নাম লেখে রোজ আকাশে ডানায় ?
কবি কি তোমার কাছে ব'সে থাকে শুধু ব'সে থাকে
তার দুঃখ তার সুখ ভেসে যায় বাঁক থেকে বাঁকে।

এবার

এবার আমাকে এইসব লেখা থেকে ছুটি দাও
ছেঁড়া পাতা শুকনো ঘাসের মতো এদের
উড়িয়ে দাও সুদূরে
আর যদি লেখাবেই
যেন লিখতে পারি ঃ তুমি আসছো।
যেন লিখতে পারি ঃ তৈরী হও ভাইসব।
যেন লিখতে পারি ঃ কোনো ভয় নেই বোন।

এই কোলাহল এই ধাবত চিৎকারের ভেতর
মাঝে মাঝে তুমি যে সুর বাজাও
তার এক আধ টুকরোও
যেন লিখতে পারি।

বহুদিন ঠাট্টা তামাসায় কেটে গেল

যেন বলতে পারি, হে অন্ধকার
হে তীব্র অন্ধকার
কেন এভাবে এলে?
কেন আলো হলে না?
হে শূন্যতা
কেন পূর্ণ হলে না?
কেন এত কষ্ট? এত কষ্ট কেন? এত কষ্ট? এত ....

ততক্ষণ

এতকাল ধ'রে যা খেলা হল
আজ তা শেষ হোক।
আজ বড় ক্লান্ত।
অভ্যাসে অভ্যাসে জীর্ণ এই জীবন
দুমড়ে মুচড়ে বেজে উঠুক।
ততক্ষণ নীরবতার হাতে সব তুলে দিলাম।

স্পর্শ

সামান্য জীবন তবু অসামান্য হয়ে ওঠে যদি
তুমি ছুঁয়ে দাও
যদি দৃষ্টির সম্পাতে
ফোটাও হৃদয়টুকু
যদি মনে মনে
একবার ভেবে থাকো যদি মনে পড়ে যায়—
হায়
তারই জন্যে হাহাকার অন্বেষেণ কষ্ট ভেসে যাওয়া
ভাঙা চকে ব্ল্যাকবোর্ডে

যদি বলি

আজ যদি বলি, আমি জানি, আমাদের খুব পরিচয়, তবে
খুবই ভুল বলা হবে?
যদি বলি, একদিন আমরা দুজনে
অনেক হেঁটেছি গল্প কথা গান ভালবাসা ছিল
তাতো সত্যি! আজ
আমি নেই কোনোখানে।
আমার কি স্মৃতি থাকে? স্মৃতি
আমাদের জন্যে নয়। আজ
বাড়িঘর আলো ফোন—বাইরে জলে নেমে যাওয়া
ব্যথিত পাথর।

সন্ধ্যা

এইখানে এইখানেই বসেছিলাম
এইখানে এইখানেই ঝোপের পাশে
এইখানে এইখানেই আকাশ ছিল
এইখানে এইখানেই ছিল মাটি
এইখানে এইখানেই সে চুম্বন
গড়িয়ে ছিল, এখনো গলে জল!

এইখানে স্থির সন্ধ্যা মহিমায়
এইখানে স্থির অজ্ঞাত চুম্বন
এইখানে স্থির ভবিষ্যতও নীল

পদ্মপাতায় কী তবে চঞ্চল?

দুপুর

এত পথ এত দ্রুত যে কী করে ফুরোয়!
এত হাঁটে কেউ? কথা বলে আর হাঁটে
পাশাপাশি, হাতে স্থির বিদ্যুৎ নীল
গভীর ভিতরে মাঝে মাঝে চমকায়
সারা পথ ভাসে বৃষ্টিবিহীন জলে

কে রেখেছে পেতে এখনো কী কৌশলে!

যোগ্যতা

যে জানে তাকেই দাও স্নান পান আহ্নিকের জল
বোঝাও সহজ শক্ত সমর্থ ও কুশলীকে সব
সেই দুঃসাহসী হাত ধ'রে যাও না ফেরার দেশে
তাকেই খাওয়াও পুষ্টি মেধা দাও অশ্ব চর্ম অসি
যে জানে মর্যাদাবদ্ধ টেনে নাও হৃদয়কমলে
শূন্য করো পূর্ণ করো চূর্ণ করো তাকে জলে জলে

প্রসাধন

এত কষ্টে রাজি হও যে ওই মুখে তাকাতে পারি না।
সত্যি কষ্টে? কোনো লোভ থাকে না কোথাও?
গভীর গোপন জল কেঁপে ওঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে
গভীর গোপন গুহানিহিত আনন্দপিপাসাও
গভীর গোপন সুপ্ত অজ্ঞাত সোনার খনি তাও
গভীর গোপন লুপ্ত অতৃপ্তি নিষেধ ভেঙে দাও

তবে কেন? কেন কষ্ট দেখাও সতর্ক ভ্রূকুটিতে!

লোকগাথা

দরজার ওপার থেকে দরজার এপার কতদূর ?
সাতসমুদ্র তেরো নদী তেপান্তর শুধু ?
কতখানি ব্যবধান চাঁদে ও সমুদ্রে, কতখানি ?
কী জানি। ওপার শুধু মাঝে মাঝে নীরবতা ভাঙে
বীণার তারের মতো। এপারের শ্রবণপিপাসা
অতীন্দ্রিয় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ওপারের জলে
এপারের চোরাস্রোতে টান পড়ে ছিঁড়ে যায় শিরা।
মাঝে মাঝে ভেসে যায় কাঠের দরজা।
ব্যবধানহীন দুটি পার যায় আকাশ গঙ্গায়
ভেসে ভেসে রাত অবধি অনেক অনেক রাত অবধি
মধ্যে কোনো চরে জাগে লোকগাথা ছো নাচ পার্বণ।

মরুকাহিনী

ব্যথার আনন্দ জানো। আনন্দেরও ব্যথা জানো ? তাকে
একথা জিজ্ঞেস করতে ভেসে এল ছদ্মমরীচিকা
আর সারি সারি উট আর হিমেনীল জ্যোৎস্না আর
একটি প্রশ্নের ভার উড়ে গেল তারার সকাশে
নিগূঢ় নিয়ম ভেঙে নিষেধের তর্জনী সরিয়ে।

এসব প্রচ্ছন্ন শ্লোক। তাকে কোনোমতে পার করি
জীবনের পথটুকু মরণের প্রান্তটুকু মাঝের তামাসা
ছন্দের ফেনিল শব্দবন্ধ মায়া অলীক আঙ্গিক
বলি ঃ যাও। দেখো ঘাস মাথা তুলে নির্দেশ দিয়েছে।

তখনি আকাশ মুচড়ে বালির সমুদ্র নিংড়ে বাজে
ব্যথার আনন্দ আর আনন্দের ব্যথা দিশাহীন।

ঘাসে পাতায় তোমারই মুখ একি!
বলতে পারো, লোকের মাঝে ভিড়ের মাঝে
নাইবা হলো তোমার সঙ্গে কথা
কোথায় থাকো কোথা যে যাও কী লাভ জেনে
কাকে ভাসাও চোখের তারায় থাকুক নীরবতা।
হয়তো আমার নাম জানো না হয়তো তোমার
নাম জানি না তাতেই বা কি বলো
যেই দেখা হয় কোথাও হঠাৎ সারা আকাশ
মেঘলা কাঁপে শ্রাবণ ছলোছলো।
এইটুকু বেশ। এইটুকু থাক। এর বেশি আর
নাইবা এলো হাতের মুঠোয়। তাতে
এক ফোঁটা কম পড়বে নাকি! কক্ষনো না
বরং দিনের রুক্ষতা তো কোমল হবে রাতে
তখন তোমার গলায় গানের অনুপাতে
ফুটবে আমার ফুলের কুঁড়ি সব
অনেক দুরে কোথাও সুদুর গন্ধে যে তার
এই মনোভার তোমার হাতে দেবার অনুভব।
ঢাকুক ভুলে তোমার চুলে এই রহস্য
ব্যাকুলজটিল আকাশপাতাল ভয়
সামান্য এই জীবন কাঁপুক জলের ফোঁটা
পদ্মপাতায় জলেই জলময়।

সংহিতা

যত পথ শেষ করি তত বেড়ে ওঠে লতাপাতা
তেপান্তর রূপকথার সত্যবদ্ধ অমোঘ কাহিনী
তত বেশি চেপে বসে অন্ধকার ঝুরিময় রাতে
আর আমি সমস্ত দিয়ে জীবনের হাতে জড়োসড়ো
[illegible]

করতালি দেবে? তুমি বলো না মা, তুমি
এত আগে গিয়ে রেঁধে রাখবে না খিদে পাবে ব'লে?
দাঁড়িয়ে থাকবে না আরো যতদূর চোখ যায়
যদি যাই কোনোদিন আবার ইশকুলে?
যত পথ শেষ করি তত কেউ জুড়ে দেয় পথ
যত ছুটি হয়ে আসে তত শুনি পথ অবরোধ
যত খুলে ফেলি তত পোশাকে পোশাকে
ভ'রে উঠি হয়ে উঠি ম'রে যাই আর বেঁচে উঠি
অনিঃশেষ অন্ধকার সংহিতার নিবিড় নির্দেশে।

সম্বর্ধনাসভা

মানুষ তবুও যায় যেখানে সে পেয়েছে আঘাত
অপমান অনাদর।
          সর্বস্বান্ত হৃদয় মানুষ
তবুও সেখানে যায়।
          তার জন্যে জেগে থাকে
                মিথ্যুক আকাশ
ছলনা বিস্তার ক'রে।
          ভাই যায় বন্ধু যায় বোন
সসাগরা ধরিত্রীর ইতিহাসে
          সন্দিগ্ধ হাওয়ায়
সংশয়াত্মা বেজে ওঠে জেগে ওঠে বিনাশের দিকে।
টের পাওনা?
          মত্ততার তলে তলে ক্ষয়ে গেছে সব।
মূর্খের ও মূল্যবোধ মুঠো ক'রে বসে থাকো।
                          ওর
শরীরসর্বস্ব থাবা তুলে নেয় মেরুদণ্ড থেকে

পর্যটকের প্রার্থনা

আমরা এখনো ওই মুখের দিকে তাকাবো
দুচোখ ওই দুচোখে কতো যে কাল রেখেছি
সভয় চেয়েছি নীল গরলও সেই পিপাসায়
এখন ঝড়ের পাতা ধুলোয় উড়ে চলেছি
বয়স তোমার কাছে আমাদের এই মিনতি
কেবল একটি দিনও ফিরিয়ে দাও আমাদের
একটি তুচ্ছ দুপুর উপর্যুপরি সারাদিন
আমরা এখনো ওই পথেই হেঁটে হারাবো
এখনো কলঙ্কনীল আকাশমাটির সীমানায়
একলা অনেক জলে ঝড়ের মুখে খুঁজেছি
একলা মেঘের তলে বজ্রে সেও খুঁজেছে
এখন দুজন মিলে আবার খুঁজে বেড়াবো
তোমার রহস্যনীল মুখের দিকে তাকিয়ে
আমরা সামান্য আর কয়েকটা দিন কাটাবো

ভুল

পাঁচদিন লিখিনি বলে একটি গোপনতল বাথা
আজ ভোরে স্বপ্নে মনে ভেসে উঠেছিল।
পাঁচদিন লিখিনি বলে দুটি শারীরিক প্রেম
তীর্থে তীর্থে একযুগ মাথা কুটেছিল।
পাঁচদিন লিখিনি বলে আমার সমস্ত সন্ধ্যা ম্লান
হেঁটমুখ কেঁপেছিল আশীর্ষ আকুল
আমার বন্ধুর আত্মহত্যা সহ সমস্ত সংবাদ
ছাপা হয়েছিল যা যা—সব ভুল সব কিছু ভুল।

কয়েকটি গাছকে

ছন্দতিলক

আছে আমার ব্যথার খুবই কাছে
ছন্দতিলক, ছন্দতিলক গাছে।

ঝাঁটি

চাঁপার মতো সোনার মতো খাঁটি
কাঁটায় গাঁথা ছেলেবেলার ঝাঁটি।

সর্বজয়া

ক্যানা বলুক যার যা খুশি বলুক
টকটকে লাল সর্বজয়া জ্বলুক।

পান্থপাদপ

ঠিকানাহীন সবুজ থামে থামে
রাত্রি আসে পান্থপাদপ নামে।

আনন্দচাঁপা

যেই তোকে এই মাটিতে রাখলাম
সবাই বলল আনন্দচাঁপা নাম।

তুষারমোতি

কখনো দেখা হয়নি কোনোখানে
কী যেন ঘটে তুষারমোতি নামে।

সুদর্শনা

রাজার মতো কখনো বলবো না ঃ
মায়াবী রাতে হবেই দেখাশোনা

রত্নচূড়

বোটানিক্যাল পেনটাসের পাশে
কী সুন্দর রত্নচূড় হাসে।

একলা

আমার গ্রামের বাড়িতে
একদিন এক সন্ধ্যায়
বাবা মুহূর্তে চললেন
সব ফেলে ঃ আমি একলা।

শহরে আমার বাড়িতে
একদিন এক সন্ধ্যায়
মাকে হারালাম ঃ নিঃস্ব।

গ্রাম শহরের বাইরে
সকাল সন্ধে ঠিক নেই
আমিও বেরোব খুঁজতে

বাবাকে ও মাকে একলাই

একদিন

আমার বিশ্বাস ভেঙে যায়
তোমার বিশ্বাস গড়ে ওঠে
আমাকে ভাবায় ভালবাসা
ঘৃণাবদ্ধ তোমাকে ছুঁয়েই
আমি একা বহুর ভিতরে
সংঘের ভিতরে তুমি বহু
তুমি আসো না আসো আমার
সমস্ত না পাওয়া ভ'রে আছে
তুমি কাঁদো কেঁদে কেঁদে ভরো
এবারেই যেতে যেতে যেতে
একদিন যেতে যেতে যেতে
আমার বিশ্বাস গড়ে ওঠে
তোমার বিশ্বাস ভেঙে যায়

নিরূপম

পরিচর্যাহীন পথে একলা বিকেল
শুশ্রূষাবিহীন দুঃখে নিঃসঙ্গ নদীটি
অবিমৃশ্যকারীতায় ভেসে যাওয়া ভুল

এরকমই কিছু ক্লান্ত উপমা দিলাম।

কাকে? যার প্রবাসের পর্যাকুল বেলা
দিকচক্রবাল ঘিরে চ'লে যেতে যেতে
একটি বিহ্বল শিখা নিভে যেতে যেতে

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যের সম্মুখে।

পাগলা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাকে ডাকেন।
আমার মতন মূর্খ মূঢ় এই কবিকে কেন যে
ঠাকুর ডাকেন! আমি শতহস্ত দূরে দূরে থাকি
ত্যাগ ও বৈরাগ্য থেকে; কামিনী কাঞ্চন
ধ'রে আছে দুটি হাত—কাজলের ঘর
কলঙ্কসাগর। মাথামুণ্ডহীন পদ্য লিখি। এই।
ঠাকুরের পাগলামী কি দিনে দিনে বাড়ে!
এমন দুর্যোগে এই ঝোড়ো রাতে কেউ কড়া নাড়ে!

অন্ধ বাউল

কেউ কোনোদিন পায়নি তাকে। অন্বেষণে
হন্যে হয়ে একলা ঘরে ফিরতে ফিরতে
স্তব্ধ ব্যাকুল সামনে দেখে শ্লোকোত্তরা
হাসির হাজার পাপড়ি মেলে। হয়তো পেলাম
ভাবতে ভাবতে উধাও সুদূর শূন্যতাতে
পদ্মমুখী মুক্তি তখন। হাড়পাঁজরে
আড়াল করা জাগর প্রদীপ ঝড়ের হাতে—
কার কী তাতে! কেউ কোনোদিন যায়নি কোথাও

মুখ দেখেনি সত্যিকারের কেউ কোনোদিন
সুখ দেখেনি সত্যিকারের কেউ কোনোদিন
তাতেই বা কী? তাতেই বা কী? বৃষ্টি পড়ে
ঠিক শ্রাবণে বুকের তলে লুকিয়ে আগুন
সৃষ্টি করে আড়াল চোখের এক ফোঁটা জল
বিদ্যুতে বিদীর্ণ আকাশ মুচড়ে আসে
মিথ্যে স্মৃতি মিথ্যে অনুষঙ্গ। কোথাও
পথের ওপর ধুলোর ওপর বালির ওপর
হয়তো পেলাম! ভাবতে ভাবতে কোথায় সে পথ?
নিঃস্ব নীরব তেপান্তরে অন্ধ বাউল
স্তব্ধ নূপুর-দুপুর হাতে মুগ্ধ দেখে :
মস্ত একটা ছবির মতন আকাশপটে
অজস্র রঙ ধুচ্ছে মুচছে ধুচ্ছে মুচছে অপর্যাপ্ত
গানগুলি তার সেই কবেকার! কেউ কোনোদিন
পায়নি যাকে তাকেই দিচ্ছে সমস্ত সুর।

এর নাম

এর নাম তুমি বলো দুঃখ?
আমিতো বুঝি না এত সূক্ষ্ম।
ওই দিকে যেতে কেন চাই না?
সেখানে তোমাকে শুধু পাইনা।
যদি বলো ভালবাসি অন্ধ
আমি বলি তাকি খুব মন্দ!
তুমি বলো চলো চলো আজ তো
যেই কেউ করতল পাততো।
পিপাসাকাতর চোখ দেখিয়ে
মরু জ্যোৎস্নায় রাখো ঠেকিয়ে।
একে তুমি যদি বলো গল্প
আমি তবে বহু কোটি কল্প
শুধু লিখে যাব এই পদ্য
আর তুমি হেসে অনবদ্য
আমাকেই দেবে সেই ভৃঙ্গার
এই রসই বলো তবে শৃঙ্গার!

পূর্বা

লেখার আগেই
আবৃত্তির সুধায়
কর্ণকুহর
পূর্ণ ক'রে দাও।
চোখের তৃপ্তির
মুগ্ধ আবেশ
পাতায় পাতায়।
ছোঁবার আগেই
সব গ'লে জল।

মাত্র

এখনো ধ'রে আছি দেখ
এখনো স'রে আছি দেখ
এখনো ভ'রে আছি দেখ

আর তো কয়েকটা দিন
আর তো কয়েকটা মাস
আর তো কয়েকটা বছর

তা'পরে কয়েকটা শুধু
জন্ম-মৃত্যুর ধূ ধূ .....

লেখালেখি

তুমি লিখতে বলে গেলে আজ।
তাই তিনমাসেরও বেশি পরে
এই চেষ্টা, ব'সে থাকা, কয়েকটি আঁচড়
কোনোমতে কিছু যদি বলা যায়, তার
অপচেষ্টা।
কী জানো, আমার
এসব মানায় না আর।
গত কাল পহেলা কার্ত্তিক
পঞ্চাশ সম্পূর্ণ হলো।
এবার তো অস্তাচল।
আর কারো কোনো প্রত্যাশাই নেই
কোনোদিনো ছিলো কি কারোরই!
তুমি লিখতে বলেছিলে সুদূর শৈশবে
তুমি লিখতে বলেছিলে যেন জন্মান্তরে
নিজেই জানো না; আমি ভুলে যেতে যেতে
মনে করি
আর বুকে জীর্ণ ডানা মেলা
অনুভব করি
কাঁপে গোপন আকাশ
অফুরন্ত শূন্যতার গাঢ় নীলে ভ'রে যায় এই
কবিজন্ম—
তুমি লিখতে ব'লে গেলে আজ।
তোমাকে কি লেখা যায়?
কিছুতে পারি না।
আমাকে আবার আসতে হবে।
একা একা।
হয়তো তখন হবে লেখা
না বোঝা তোমাকে।
আজ যাই।

ছায়ালোক

এভাবেই পেতে চায়
চিঠি লিখে পথে হেঁটে
মাঠে ব'সে ঘরটর বেঁধে
মন থেকে শরীরের দিকে যেতে যেতে
আবার শরীর থেকে মনোহীনতায়।
সকলেই পেতে চায়—
আর তার ছায়া
সুদূর বিষণ্ণ লোকে লেগে থাকে তারার আকাশে।

সারাদিন

সারাদিন ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টিবেঁধা হাওয়া
সারাদিন শাদা কালো মেঘের মল্লার
সারাদিন হাহাকার যেন চিরদিন—
সারাদিন কেটে গেল কাঁসাইয়ের তীরে।

ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঘরে ফিরে যায়
সবাই। আসন্ন সন্ধ্যা। প্রচ্ছন্ন পাথরে
একা ব'সে থাকা যায়? সারাদিন তুমি
ব্যস্ত ছিলে। সারাদিন এলোমেলো স্মৃতি।

সারাদিন কোলাহল। বৃষ্টি। ঝড়ো হাওয়া।

হাওয়ায়

আমি তো বলিনি ঃ আমি লিখি।
আমি তো দেখিনি কবিসভা!
বহুদূরে সবার ভিতরে
ছন্নছাড়া গেছে দিন বিষণ্ণ দুপুর।

আমি তো ডাকিনি কোনো নামে!
ভালবাসা গায়ে দেয় কাঁটা।
কাকে দেব? কাকে দিতে গিয়ে
অপমানিতের মতো বেজেছে হৃদয়?

কাব্যতত্ত্ব

খুবই সহজ নাকি লেখা
এখন কবিতা বিশেষত
এই মনোভাব যায় দেখা
যারা প্রায় পাঠকের মতো

ভীষণ কঠিন নাকি বোঝা
আধুনিক কবিতা এখন
বলে চোখ আছে যার বোজা
শেয়ারের দরে আছে মন

দারুন মজার কথা এই
যদি কোনো খোদ কবিকেই
শুধান ঃ কী বলো দেখি মানে?
আরে ধুস ওসব কে জানে

মাথা নেই, মুণ্ডুও, তাও
চকিতে কেন যে যায় বেজে
কেন যে এমনও উধাও
মরমে প্রবেশ করে যে!

কিছুই সহজ নয় ওহে
লিখে মরো অন্ধ এক মোহে

কিছুই যে মনে নেই আজ।
লিখেও রাখিনি কোনোদিন

শুধু ব্যবহারহীন বইয়ের পোকারা
ছাপা ক'টি শব্দ খেয়ে যায়।
বাসে ভিড়ে ক্লাশে বোর্ডে গোধুলির আভা।
কই? কেউ নেই। পাতা। শুকনো পাতা।
খেয়ালী হাওয়ায়।

অন্তঃসার

আমার কাছে সহজে কোনো কবি টবি আসে না।
নতুন লিখতে শুরু ক'রে কেউ কেউ এক আধবার।
আমার কাছে কবি সম্মেলনের নেমন্তন্নও আসে না।
হয়তো কোনোদিন যাইনা বলেই। এই শহরে
জেলায় অনেক সংঘ অনেক শক্তি অনেক সংগ্রাম
সাহিত্যের শিল্পের রাজনীতির ধর্মের।
আমি সভ্য নই কারুর। আমার এই স্বেচ্ছা নির্বাসন
এই আড়াল আমার শক্তি আমার স্পর্ধা আমার সর্বস্ব।
আমার কাছে যারা আসে তাদের হাত নেই পা-ও নেই
মাথা নেই শুধু ধড় শুধু জড় শুধু অন্ধ সত্তা।
আমি যাদের মধ্যে দিয়ে শুষে নিতে থাকি অন্তঃসার।

অসুখ

আমি তো অসুস্থ। তীব্র শারীরিক সংবেদনময়।
তোমার নিশান থেকে দূরে থাকি দূরে থাকি।
কেবল একজন আসে ভালবাসা নিয়ে। মনোহীন
আমি অবসাদে তার সমর্পণ ফেরাই। আমার
অধিকারহীন দুটি করতলে সে রাখে শুশ্রূষা।

এক বিন্দু

কে এলো আর কে এলো না
এসব লেখার জন্যে
এখন তোমার অনেক লোক জন।

কে আর কোনোদিন আসবে না
এমনও হিসেব করছে তারা।

বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী
ভালো আর মন্দ
সুন্দর আর অসুন্দরের
তালিকা হচ্ছে দিনরাত।

তুমি ওসব নিয়ে ভেবোনা আর।

পথে পথে
পাথরে বালিতে
ঝড়ো হাওয়ায়
আজ
কার বুকের গান ভেসে গেল!

তার কথা লেখা হলো না বলে
তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না।

তুমি তো আমাকেই লিখতে বলেছিলে।
লেখা হলো না।
দেখা হলো না।
লেখা হলো না।

পথে পথে
পাথরে বালিতে
ঝড়ো হাওয়ায়
ভেসে গেল
এক বিন্দু জীবন।

শুধু

কলঙ্করেখার কাছে আছে
আমার ঔদাস্য নিস্পৃহতা
আমার নির্লিপ্তি নিয়ে যায়
আলোকিত স্তব্ধ যশোরেখা।
শুধু একটি ম্লান ছলোছলো
বেদনা ঃ এলে না তুমি আর।
জন্মের মৃত্যুর পারাবার।

দীক্ষা

পঁচিশ বছর কিছু নয়।
কিছু নয়? জলে ভেসে যায়
অন্ধকার হাওয়ায় হাওয়ায়
এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দায়
হা জীবন, পঁচিশ বছর!
চোখের জলের মতো ঘর
ধুলোর বালির মতো কণা
শুধু নাম বিশ্বাস নির্ভর!
অভিমান, কিছুই বলবো না?
পঁচিশ বছর জলময়।

মৌন

চুপ ক'রে থাকি। কথা বলা হলো ঢের।
লিখে রাখি শব্দহীন শুধু ওই মুখ
আমার এ করতল থেকে ভেসে যা গিয়েছে তার
পদ্মের সুগন্ধ মৌন আমার নিঃশব্দ হাহাকার।

গোপন

এগুলি কবিতা নয়, একান্ত তোমার
সঙ্গে কথোপকথন, অনুক্ত সংলাপ।
তাই পাতা মুড়ে রাখা ডানা মুড়ে রাখা।
বাজারে পণ্যের মতো ছড়াবো দু'হাতে?
এগুলি সজল শ্লোক ব্যক্তিগত গোপন আমার।
এগুলি গোপন রাখো, গোপনতা থাক।

সীমা

যতক্ষণ বাস যায় চোখ বন্ধ ঝুলে থাকি ব'লে
দেখিনা দুপাশে গ্রাম হাত পেতে মেলে ধরে বাটি
দেখিনা পুকুর থেকে পাঁকে পাঁকে করে ঘাঁটাঘাঁটি
কয়েকটি কুকুর আর চুরি যায় কেমন কৌশলে
ততক্ষণ মেঘে মেঘে উদাসীনা মুখের মহিমা
স্কুলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে বলে এই তোর সীমা।

আনন্দ

বোলো না কোথাও নেই কোনোখানে নেই।
দৃষ্টিশ্রুতিগ্রাহ্য নয় বুদ্ধি-অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নয়
সবই। দেখ ঘাস হাতে টলোমলো শিশিরের কণা
দেখ চোখে কী অসীম আকাশ। বোলো না
শুধু দুঃখ শুধু কষ্ট শুধুই বেদনা হাহাকার।

ভার

ছোট হয়ে আসে সব। অণু হয়ে আসে।
পিঁপড়ের নূপুরে সুর ভাসে।
ধুলোর কণায় সোনা বালিতে পলিতে
সহস্র ফোয়ারা। আমি সব নিতে নিতে
দেখি ভ'রে এইটুকু করতল। আর
আমার কথার ভার পাথরের বিপুল পাহাড়।

পঁচিশ বছর

আমি চলে যাচ্ছি।
সেই তেমনি।
যেমন এসেছিলাম।

পঁচিশ বছর
ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম।

আমি চলে যাচ্ছি।
সেই তেমনি?

এক বুক শূন্যতার নীল নিয়ে
তোমার আকাশে
ছড়াতে ছড়াতে।

গোধূলি

আর আমার কিছু নেই। তোমাকে দেবার
ভাষা অপেক্ষায় ম্লান। তোমাকে দেখার
দৃষ্টি হয়ে আসে ঝাপসা। জীর্ণ এই দেহ
যে কোনো সময়ে ঝ'রে পড়ে যাবে। আজ
যাবার ক্ষমতা নেই। পথ গেছে বেঁকে।
পাতা হেসে ভেসে যায় তোমার উদ্দেশে।
যায় ঘাস ধুলো কণা। আমি যে পারি না।
আমাকে নিলে না সঙ্গে। আরো আসতে হবে?

চতুর্বর্গ

এই যে আমি নিজের সঙ্গে ছায়ার সঙ্গে
কুস্তি করে দিন কাটালেম, এখন তেমন
আগ্রহ নেই। আজ বা কালই
হলেই হলো নাহি বা হলো। কী হবে ভাই?
তাই কে জানে। সব কিছুরই একটা মানে
থাকতে হবে এসব কোনো মাথার দিবি
কে দিয়েছে? এই যে দেখি মন্দ ভালো
আঁধার আলো, হাজার পাঁজর হাড় জমেছে
এই পাহাড়ে উপত্যকায় গান গেয়ে যায়
অন্ধ বাউল বৃষ্টি ধারায় এর কি তেমন
ভাষ্য টীকা লেখা ভীষণ প্রয়োজনীয়?
দুঃখে সুখে আনন্দে ও ব্যথার সময়
ভীষণ গোপন ব্যক্তিগত একটা হাওয়া
উড়িয়ে নেবেই হলুদ পাতা জীর্ণ কুঁড়ি
শিকড় জুড়ে চঞ্চলতা তলায় তলায়
তার মানে কি জানতে পারো গরিব কবি?
তাও তো তোমার পথের ওপর ঘর ফেঁদেছ
ধুলোর বালির সোনায় সাজাও লাউয়ের মাচা
তুলসী মঞ্চ কয়েকটা হাঁস একটি গরু
বন্ধু আছে শত্রু আছে কুটুম বাটুম
স্খলন পতন—এই তো তোমার চতুর্বর্গ।

বন্ধুর কাছে

আমার বন্ধুর কাছে আছে।
তুমি জানো আমিও জেনেছি।
এই সত্য বিদ্যুতের মতো।

আমাদের উদাত উজান
বজ্রসংবেদনময় ছিল।
তবু কেন বন্ধুর নিকটে!

এ পথের এরকমই রীতি।
ছাত্রছাত্রীদের বলতে পারি?
বন্ধুদের শত্রুদের ব্রহ্মচারীদের?

তবুও বন্ধুর কাছে আছে।

সাধারণ কবি

অবশ্যই সাধারণ।
যেমন পথের ধুলো
ঘাসের মুকুল
আকাশের ছেঁড়া মেঘ
এলোমেলো হাওয়া।
সেরকমই। অথবা তোমার
বহু ব্যবহৃত স্বপ্ন
পৌরাণিক শ্লোক
ধূসর যমুনা।
অবশ্যই সাধারণ।
এত স্পষ্ট এমন সহজ
এত সত্য এমন ব্যাকুল
তুমি কি না কেঁদে পারো? তুমি?
এক সর্বস্বান্ত জননীর
অশ্রু তুমি পাওনি কবিতা?
বেকার যুবার অভিমান?
পরস্ত্রীর ঘৃণা?
শ্লোকোত্তরা নারী?
সাধারণ বলেই তোমার
ভিড়ে কোলাহলে
প্রবাহের জলে
ভেসে ভেসে কাছাকাছি যাই
সবাই ঘুমোলে একা পার হই রাত্রির কাঁসাই!

লোককাহিনী

কোনো মেয়ে এরকম স্বপ্ন দেখে? এখনো যাদের
এত ভয় এত লজ্জা অনুশাসনের অঙ্গীকার?
স্তোকবাক্যে ভরা গল্প পৌরাণিক শ্লোকভারাতুর
শুধু বাঁশি শুনে শুনে প্রবাদের প্রতিমা-প্রতিম
তোমার কি সাজে ছুঁতে শিল্পের চতুর চারুমুখ?
বইয়ের পাতায় থাক অনুভবে গাঁথা বজ্রমানিকে লুকোনো
তোমার গোপন কান্না আশ্চর্য নিরুদ্ধপটি ছবি—
হয়তো নিজেই বলবে ব্রতকথা লোকগান, কবি।

মৃত্যু

কেউ পার করে দেয়নি।
                    একা একা ওই কালো নদী
মুহূর্তে পেরিয়ে গেল।
                    জন্ম ভীতু। আমি চেয়ে আছি
নিরন্ধ্র নিকষ পটে।
                    সারারাত পাথরে পাথরে
দুহাতে ব্যাকুল খুঁজি।
                    কেউ নেই। কিছু নেই। একা।
বিশ্বাসের টুকরো গুলি
                    শরণাগতির টুকরোগুলি
শুকনো পদ্মপাপড়ির মতন প'ড়ে থাকে।

বাঁকুড়া

তিয়াত্তরের পাঁচ নতুনচটি বাঁকুড়া ঠিকানা।
সুরজিৎ ঘোষ বলে বাড়ির নম্বর কেন? বাকুড়া—কি—
বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ ও পাকাবাড়ি? সুবীর পোদ্দার
চোখ তুলেছিল। বন্ধু শ্যামল বসুও
দোকানের শালপাতা কুষ্ঠরোগীরা আনে কিনা
বলেছিল। শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার
পুকুরে পাবদার চাষ আছে কিনা লিখত চিঠিতে।
একবার বাঁকুড়ার মানুষের উপমা প্রয়োগ করতে গিয়ে
অলোকরঞ্জন আসতে চেয়েছিলেন, আমাকে দেখেও।
সুধেন্দু মল্লিক শুধু এই মাটি ভালবেসে
মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে এসে আমাকে ডাকেন।

সাধারণ মানুষ

যাবার তো একটি জায়গা, হেঁটে হেঁটে হেঁটে
চন্দনের বুথ। ছোট্ট কমপ্যাক্ট। ওখানে
অনেকেই আসেন আজকাল। আমি আর
বেশি যেতে ভয় পাই, ভিড় হয়, কোলাহল হয়

পুরনো অভ্যাস বশে ঘরে থাকি ধূসর বাগানে
অকূল সন্ধ্যার ছাতে গার্হস্থ্যরীতিতে
দেখি সাধারণ চাঁদ আরও সাধারণ চাঁদমুখ
আমাদের সন্তানের ঃ কাঁপে দুধে ভাতের প্রার্থনা।

সহজ

আর একটু সহজ ক'রে বলো। তুমি এমন ছিলে না।
আমাকে ভ্রূকুটি করে মফস্বল অন্ধ বুড়ো পেঁচা
চোখ তুলে উঁচু নিচু শাদা রাস্তা কালো রাস্তা লাল
ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে থাকে বিদ্যানিধি রোড
পুরনো চার্চের চূড়ো ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটা
ছায়াস্তব্ধ শাল আর সেগুনের সারি হিমঝুরি
কেমন অবাক হয় ঃ আজকাল কিছু লিখলে
একটু আধুনিক একটু ফন্দিবাজ চতুরের মতো।
তখনই কলম থেকে কালি ঢালা কাগজে কাগজে
আষাঢ় আকাশ কাঁপে ঝড়ো হাওয়া বিদ্যুৎ চমকায়
শ্রাবণ সন্ধ্যার বৃষ্টি থামেই না থামেই না এবং
কেমন সহজে লিখি ঃ মস্করা মণ্ডিত ছড়া প্রবাদের গাথা।

কবির সঙ্গে আলাপ

এখনো তোমার মাত্রাবৃত্ত ? হোপলেশ। আমি যাই।
আমিও। বলেই করমর্দনে ব্যথিত হাতটি নিয়ে
ফুলকপি আর পালং কিনেই নিজস্ব ঘরানাই
বেছে নিই। রাতে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিই গিয়ে।

আজ

কলেজের পাশের পথ আর লাল নেই। কালো।
দুপাশের সেগুনে আর তেমন ফুল ফোটে না। মাঠ
বাড়িতে বাড়িতে হিজিবিজি। নির্জনতা ভেঙে
ধাতব শব্দ কোলাহল। হস্টেলের পথ আজ তোমার
মুছে গেছে। দ্বারভাঙা বিল্ডিংসে। করিডোর। ক্লাশও।
বিকেলের বৃষ্টি। জলজ রামধনু। আকাশে মুছে যাওয়া তোমার নাম।
আজ আর কিছু নেই। আজ আমরা হাত ধরতে পারি।

ধ্যান

প্রতি মুহুর্তের সঙ্গে প্রতি মুহুর্তের দ্বন্দ্ব ধন্দে ফেলে দেয়
আমারও কি টুকরো টুকরো স্ববিরোধী সত্তা মেলে ধরে
শাখা প্রশাখার অন্ধ আন্দোলন? মাঝখানে তবে
অসীম শূন্যতা ঢাকতে কে ঢালে অমন গাঢ় নীল
বুদ্ধের চোখের মতো অতল অস্পর্শী এক আকাশ!
তাহলে কি ভালবাসা অখণ্ডমণ্ডল! ভালবাসা!
এই পৃথিবীতে ছিল একদিন আজও আছে। কাল?
কাল যদি না থাকে? তা এত কি চিন্তার। একই জবা
নয় আজ সকালের গাছে ফোটা? একই নদী নয় বিকেলের?
তাহলে তোমার কেন বার বার ফিরে আসা এখানে এমন!
স্তব্ধ আকাশের মৌন। স্তব্ধ বৃক্ষ ওষধি। উর্ধমূল
অশ্বত্থের ডালপালা। মান্ধাতার পেঁচা। জন্ম। মৃত্যু। শাদা পথ।
কোথাও এগিয়ে যাওয়া নেই। কেউ পিছিয়ে পড়েনি।
সব স্পর্ধা ভেঙেচুরে গ'লে যাও ওই নীল আনত প্রবাহে।
জয়ের নিশান ভেসে জড়াজড়ি ক'রে ধ'রে পরাজিত গ্লানির নিঃস্বতা।
কোথাও বিরোধ নেই। কার্যকারণতাহীন মহাপরিণাম
হেসে ওঠে। সে হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যায়
ম্লান মূঢ় চরাচর রূঢ় পথ রুক্ষ শতচ্ছিন্ন এ সংসার।
আর আমার ভয় করে। ভয় এক প্রাকৃতিক এবং আত্মিক
স্বার্থ ও পরমার্থ, বন্ধনের এবং মুক্তির বিচ্ছেদ ও মিলনের।
যতই মেলাতে চাই তত বেড়ে ওঠে ব্যবধান
আঘাত ও অপমান অত্যাগসহন পাপ ও বিদীর্ণ বেলা
অনুচর হয়ে ফেরে অনুতাপপীড়িত সজল।
জন্মের উদ্যোগপর্ব। অজ্ঞাতবাসের অবসান। অপ্রমত্ত গোধূলি। সুন্দর
সামঞ্জস্যে অবিচ্ছিন্ন। তাই আমার হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনা
বিচারবিযুক্তিপূর্ণ। আর সাধারণ ভাঙা বেদনা নিবিড়।

তবে এসো হাত ধরি বসাই সানন্দ সভাস্থলে। বলি, ভালো আছো তুমি?
কুশল সংলাপগুলি ঝ'রে যাক ভ'রে যাক ফুলের মতন
প্রেমের প্রাচুর্যে এই প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র আনন্দসম্ভার উপচে যাক
পৃথিবীর প্রান্তরের সব সীমা ভেঙে চুরে একটি সংসার
সম্পন্ন সমৃদ্ধে পূর্ণ হোক। আর অন্ধকার যেন কোনোদিন

হৃদয়ে না ফিরে আসে অপ্রেমে অনৃতে।
এই তো ভারতবর্ষ এই তো গায়ত্রী ছন্দ মা মা হিংসী এই
ব্যাকুল অরণ্য গঙ্গা যমুনার জল আর সরস্বতী নদী
ধ্রুবপদে অঙ্গীকারে এখনো অপাপবিদ্ধ। একের অভয়।
কার্যকারণের ক্লান্তিকরতায় উত্তীর্ণ সন্ধানশ্রান্ত হয়।
এই প্রেম। বিশ্বপ্রেম। মূক মূঢ় মহাবহুরূপী চক্রপথ
ঘূর্ণন উদ্দাম বাতসংঘাত যোজনব্যাপী যোজন যোজন
তারই মধ্যে একা নিঃসঙ্গ নির্জন নিভৃত উদাসীন
অথচ সতত ছিন্নবিচ্ছিন্ন মুখর ওতপ্রোত। সহস্র রাখাল।

সব দ্বন্দ্ব ভেসে যায় পাথর বালির ওই কাঁসাইয়েরই জলে
কী সহজ অধিকারে সমস্ত বিরোধ মুছে আনন্দে দাঁড়াই
কৃতার্থ তাকিয়ে থাকি করজোড়ে নিষ্পলক প্রভুর আননে
বলি ঃ আমি বড়ো দীন দুর্বল হে জ্যোতির্ময় কৃষক আমার
মানব জমিন বর্গা অধ্যুষিত অন্নব্রহ্ম নির্গুণ অপ্রিয়
অশ্রু ছাড়া কিছু নেই হৃদয়ের অন্ধ আবেগের কষ্ট ছাড়া
জ্ঞান নেই নির্বাক বিস্ময় ছাড়া ভাষা নেই সমস্ত ছন্দের
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হওয়া ছাড়া কোনো মুক্তি নেই এ ব্যথার ভারে
কোনো ত্রাণ নেই আমার হে মৃত্যু হে অমৃত উদ্ধার
আমার প্রার্থনা শোনো শস্যের দেবতা, শোনো শ্রমের ঈশ্বর
সংগ্রামের কর্ণধার, ধানে ধানে ভ'রে যাক সসাগরা ভূমি
অন্নের সুসমাচারে পূর্ণ হোক জীবনের প্রতি পৃষ্ঠা আজ
শস্যের শরীরে শান্ত সুপ্ত শিশু আত্মপরিচয়ে স্থির হোক
পারের কড়ির জন্যে হাহাকারে উর্ধ্বদৃষ্টি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের
সম্পূর্ণ ভর্তুকি দাও পরস্ত্রীকে প্ররোচিত ক'রে
নিপুণ মানব তুমি করোনা শ্রীরাধা এ সময়ে
ছিন্নমূল দেশ অগ্নিমূল দেশ লুব্ধশাখা শিকড়ের দেশ
তোমার দুঃখের তীরে ও প্রলয়পয়োধি ও আয়তনবান
দাও ধান দাও ধ্যান অগস্ত্যপিপাসা সব কষ্ট শুষে নিতে
বলো ঃ যাহি, লজ্জালাল জিহ্বাকে গোপন করে এ অমানিশিথে।

নাম

কোনোদিন একটা কথা বললে না
উপচে পড়া ভিড় কোলাহল ইঞ্জিনের গর্জন
ধাতব ধাবমানতা ছিঁড়ে ছিটকে পড়া
গ্রামের ভগ্নাংশে বনের টুকরো গাছের মাথা মন্দিরের চুড়ো
মজা খাল শুকনো মাঠ পাথুরে প্রান্তর
দাঁড়িয়ে থেকে জানালার মাথা ছুঁয়ে এই সব

শুধু উঠবার সময় জানলা দিয়ে চোখ
শুধু নামবার সময় রাস্তা দিয়ে পিঠ

কোনোদিন একটা কথা বললে না

বিকেলের ফিচেল পাখিকেও নাম বলতে পারি না।

শুধু

কিছুই মনে নেই। শুধু
নিজে হাতে খাইয়ে দেওয়া টুকু।
কিছুই মনে নেই। শুধু
লিফটের ভেতর টাল সামলানো হাত ধরা।

কিছুই মনে নেই। শুধু
একটি বিশেষ তারিখে যাবার অনুরোধ।

কিছুই মনে নেই। শুধু
অকারণ তোমার ঘৃণার দিকে

আমার ভালবাসার মুখ।

হাসিটুকু

এখনো সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর নামছি
দুপাশে তেমনি দেবদারুর পাহারা
তেমনি হীনযান আর মহাযান

শুশুনিয়া

রাতের পাহাড় স্তব্ধ
শেকড় নামার শব্দ
জলের তলে উত্তাপ
বাংলো জুড়ে চুপচাপ
যতই থাকুক শান্ত
সেই নদীটি জানতো
যুবক দুটি আসবে
শরীর ভালবাসবে
শরীরই সর্বস্ব
অন্ধ অধীর অশ্ব
প্রচন্ডবেগে ঢুকতেই
ওষ্ঠ মধু চুষতেই
যুবক দুটি মরলো
হলুদ পাতা ঝরলো
বাকি রাতের প্রান্তে।
এও কি নদী, জানতে?

সৌত্রান্তিক আর বৈভাষিক
সেই জানালা অজস্র জানালা অজস্র হাওয়া

কোথাও একটু হাসি নেই। কোথাও নেই?

আসা যাওয়া

এই রকমই হয়।
যখন সময় নেই
বাস ধরতে হবে, তড়িঘড়ি মাথায় জল ঢেলে
নাকে মুখে দুটো গুঁজে, ছুটতে ছুটতে
বাস ধরতে হবে
তখনি তার আসার সময়!

যখন গম গম করছে ক্লাস
চকখড়ির গুঁড়োয় ব্ল্যাকবোর্ড ভেসে যাচ্ছে
ঢেকে যাচ্ছে মুখ চোখ
তাকিয়ে আছে দেড়শো হাঁ করা মুখ
তখনি তার উঁকি মারার সময়!

যখন ওরা দল বেঁধে
আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়
যখন আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়
নিরেট সব ফড়েরা
আর আমার দমবন্ধ হয়ে আসে
তখনি তার আসার সময় হয়!

কোনোদিন এক লাইন না প'ড়ে
মঞ্চে যখন আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে কবি
আমরা একে আবিষ্কার করেছি
পুরস্কৃত করছি
তখনো তার ঘুরঘুর করা লক্ষ্য করি।

অথচ যখন
সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে আমি একা
উপচে পড়া আমার অবসর

টইটম্বুর সর্বান্তঃকরণ
অপেক্ষা আর অপেক্ষা আর অপেক্ষায় ব'সে থাকি
গান থেমে যাওয়া রাগিনী রেখার মতো
বৃষ্টি থেমে যাওয়া জলরেখার মতো
ঘুম না আসা রাত্রির ব্যাকুলতার মতো
সে মিলিয়ে যেতে থাকে শব্দহীন
আমি কোনো মতে লিখতে পারি না।

ছায়া

আমি এভাবেই যাই। আমি এভাবেই ফিরে আসি।
তোমরা অবাক হয়ে দেখ। ভাবো, এ জন্মটা বেচারার গেল।
আমার নির্লিপ্তি আমার উদাসীনতা আমার আনন্দ
তোমাদের পাথরে বালিতে আমি রেখে এলাম।
আমার না থাকার শূন্যতা দিয়ে ঢেকে এলাম এক লজ্জার ইতিহাস।
প্রার্থনার প্রত্যেক বিন্দুতে টলোমলো এক সামান্য জীবন।
বিশ্বাসের ভস্মকণায় শরণাগতির মৃণ্ময় মৌলবাদ।
আমার এই শরীরের আমার এই মনের মৌন মল্লার।
তোমরা নির্বাক হয়ে তাকাও। তোমরা নির্বিচার চেয়ে দেখ।
আমি এভাবেই যাই। আমি এভাবেই ফিরে আসি।
আমি এভাবেই না থেকেও থেকে যাই তোমাদের প্রপন্নার্তিতে।

পাখি

যখন আমি যাই তখনো
যখন আমি আসি তখনো

পাখিটা ডানা মুড়ে বসেছিল

ভালবাসতে বাসতে যখন সর্বস্বান্ত
ঘৃণা করতে করতে যখন অগ্নিগর্ভ

পাখিটা ঘাড় উঁচু বসেছিল

এই আসা যাওয়া এই ভালবাসা ঘৃণা
কী পরম ঔদাস্যে নিস্পৃহতায়
উপেক্ষা করেছিল পাখি।

আজ যখন কোনোকিছু নেই
এক আশ্চর্য নিরাসক্তিতে আমি শান্ত
পাখিটা উড়ে গেছে।

পিঁপড়ে

ঠিক আমার এক বুক ভয়ের মুহূর্তে
মুখ তুলে তাকায়।
যখন পথ খুঁজে পাইনা দিশেহারা
দেখি সামনে হেঁটে যাচ্ছে।
সব ফুল ঝ'রে যেতে যেতে সব পাতা
ঝ'রে যেতে যেতে সব মেঘ—
দেখি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ঘাসের মাথায়।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না
ও কী কোনো প্রতীক কোনো রূপক কোনো কল্পনা!

চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে দেখি
আমার মতোই তাকে রক্ষা করছে এক
উদ্বেগ ব্যাকুল মুখ
আমার মতোই তাকে আশ্রয় দিচ্ছে এক
স্নেহার্ত হৃদয়
তারও পায়ে নূপুর বেঁধে দিচ্ছে দুটি মমতা মাখানো হাত!

লেখা

দিন রাত মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে এইসব লেখা
কষ্টে সৃষ্টে সাজানো সযত্নে পাতে দেবার মতো করে তৈরী
কবিসভায় পাঠ করতে হবে
একদিন ঠিক শক্তির মতন—
একদিন ঠিক সুনীলের মতন—
একদিন ঠিক—
ভাবতে ভাবতে দিন যায়
হলুদ হয়ে ওঠে শাদা পাতা জীর্ণ হয়ে ওঠে কাগজ
ঝাপসা হতে থাকে কালি লোভী কীটের হাত থেকে
রক্ষা করতে হিমসিম খেতে হয়
কোনো চিঠি আসে না
না পাঠের না মনোনয়নের
কেউ কিছু বলে না পথে ঘাটে হাটে বাজারে

কবি বৃদ্ধ হয়ে ওঠে জীর্ণ হয়ে ওঠে
দিনরাত আকুল ব্যাকুল ভাবনায় চুল শাদা কবির
দুচোখে এসে লাগে হাওয়া
তোমার সব লেখা আমি পড়েছি ঃ ব'লে মুখের দিকে
তাকিয়ে থাকে অন্ধকার।

ঝরা পাতা ধূধূ পথ

এখন সবাই ব্ল্যাক হোল কোয়ার্ক নিয়ে লিখছে
পারমানবিক আবেদনে কবিতাগুলি তেজস্ক্রিয়
চলো আমরা পাতাঝরা প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াই
গান গাই গীতগোবিন্দের আবৃত্তি করি চণ্ডীদাস
চলো আমরা কবন্ধনৃত্যের এই কোলাহল ফেলে পালাই
ব্যাকডেটেড বলে বলুক। তোমরা আমাদের
ঢেকে দাও ঝরাপাতা, ডেকে নাও ধূধূ পথ

আমি নই

আমি যেতে যেতে বলি আমি নই
আমি আসতে আসতে বলি আমি নই
তবু আমার পিছু পিছু আসো
তবু আমার সামনে এসে দাঁড়াও
একদিন ঠিক মেনে নেবে একদিন
তখন প'ড়ে থাকবে শুধু পথ পথপ্রান্তের তরুতল
হয়তো তার সজল ছায়া
আমার হেঁটে যাবার বিশ্রামের বিরহচিহ্ন
একদিন ঠিক মনে পড়বে
আমি যেতে যেতে বলেছিলাম আমি নই
আসতে আসতে বলেছিলাম আমি নই।

তোমাকে বলি না

আমার অগস্ত্যপিপাসাময় বালুরাশি
প্রায় উন্মাদ উট গলিত পশম কম্বল
আগুনের ঝড় বরফের ঝড় ক্ষতবিক্ষত দেহ

সারি সারি পাহাড় ক্বচিৎ কোথাও কাঁটাগাছ
আর দিকচিহ্নহীন যাত্রাপথের ধুধু

একদিন তোমাকে দেখেছিলাম
একদিন তোমাকে বলেছিলাম
একদিন তোমাকে
আজ বলি না

আর এক রকম

এই রকমই রীতি এই রকমই অনুশাসন।
কেউ দেখতে পায় না ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা ফাটল
দরজায় উই জানলায় সাপের খোলস বাগানে কাঁটালতা
হাওয়ার নখে ক্ষতবিক্ষত জলের আঙুলে দমবন্ধ এক গলা ভয়
এই রকমই লেখা আছে

শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে শুধু তাকিয়ে থাকতে হবে
উপেক্ষা ক'রে যাবে ধুলো সামান্য কীট ছেঁড়া পাতা ও
শ্যাওলায় ঢেকে দেবে পিঠ ছত্রাকে ভ'রে দেবে বুক
অক্ষিকোটরে ঘাসে গুল্মে টলমলো শিশির

কেবল রীতিনীতিহীন অনুশাসনহীন একদিন
দেখা হয়, কেউ জানতে পারে না, দেখা হয়
হুবহু এক চেহারা এক মূর্তি একই রকম
ধ্বংসস্তূপে হিরণ্যগর্ভ আলোয় আলোময়।

কানে কানে হাওয়া এসে বলে এও এক রীতি!

রাত

বলো। আমি শুনি। তুমি বলো।
এই রাত কেবল তোমার।
তুমি কথা বলো। ভেসে যাই।
রাত ডুবে যাক ওই চাঁদে।
কথা বলো কথা বলো কথা ...

অনেকদিন পর

সবাই একে একে পেরিয়ে চ'লে গেল
নির্জন নির্বান্ধব প্রান্তরে আমি একা
তার ওপর বন পাহাড় নদী
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা
জন্তু জানোয়ার মানুষ

অনেকদিন অনেকদিন পর
যখন পৌঁছলাম
দেখি
তোমাকে না পেয়ে ওরা কোলাহল করছে।

তুমি আমার মুখে দিকে তাকিয়ে হাসছ।

ধ্যানস্থ

এখন সকাল নয় এখন দুপুর নয় এখন বিকেল
বিকেলের সঙ্গে সন্ধ্যা এমন জড়িয়ে যে তাদের
আলাদা করা যায় না চেনা যায় না কে কোনজন
তাছাড়া আছে কুয়াশা আচ্ছন্ন আজানুলম্বিত ঝুরি
রয়েছে বনজ গন্ধ জলজ বাষ্প গুল্মজ মাদকতা
আর জলের শব্দ অথচ কোথাও প্রবহমানতা নেই
হাওয়ার শব্দ অথচ কোথাও চঞ্চলতা নেই
এই সময় পোশাক বদলানোর সময় নতুন ক'রে
প্রসাধনের সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রচ্ছদের কাহিনী
রচনার কাল এখন ঃ আমাকে ধ্যানস্থ থাকতে দাও।

কাছে দূরে

তুমি যখন কাছে ছিলে তখন কোলাহল
তুমি যখন দূরে গেলে তখন হাহাকার
কখনোই তোমাকে দেখার সুযোগ হল না।

আজ যখন ঘনিয়ে এনেছি বিদায়ের মেঘ

নিকটতর ক'রে তুলেছি চলে যাবার আয়োজন
বজ্রে বিদ্যুতে অস্থির আমার আকাশ

যেন সেই কণ্ঠস্বর চেনা গলা আমার নাম

আজ আমার নাম নেই আমার রূপ নেই
আজ তোমারও নাম নেই রূপ নেই
কেউ কাছে নেই কেউ দূরে নেই আমাদের

শুধু অনীশাত্মা ঘাসের শীর্ষে আমাদের
ভালবাসার শিশির।

অগ্নিসাক্ষী

শুকনো কাঠ দেখলেই ভয় হয়
যেন উঁকি মারে ভেতরের আগুন
চণ্ডালের মুখ কৃষ্ণারজনীর অন্ধকার
হিম বালুরাশি স্থিরবদ্ধ জল
অসীম দূরত্বে বাঁধা দুটি তীর
একটি অচেনা রহস্যময় পাখির
উর্ধাকাশে উড়ে যাওয়া—

শুকনো কাঠ দেখলেই মনে পড়ে
আমার পোশাকের পর পোশাক
তারপর আরো পোশাক পেতে পেতে
তার লোভের হাত কী পর্যাকুল!

শুকনো মৃত কাঠ থেকে উঠে আসে
এক দীর্ঘ অনন্ত স্মৃতিপথ
পরিত্রাণহীন এক হাহাকার
প্রায় লুপ্ত পরিত্যক্ত এক জমিন
বুকে যার শুধু বালি আর পাথর

আমার ভয় হয়। আর এক জ্যোতির্ময় কৃষক
হাসতে হাসতে সেই কাঠ থেকে
বানিয়ে ফেলেন দারুবিগ্রহ

হস্তপদহীন কণ্ঠহীন নিষ্পলক চক্ষুবিশিষ্ট
অগ্নিসাক্ষী।

ইউনিভার্সিটি ১৯৯৬

এই যে এবার ছেড়ে যেতে হবে
এই স্মরণীয় পথ প্রান্তর
সেগুনের ফুল ফুটে উঠে কবে
কবিতা লেখাবে সারাদিন ভর!

বুড়ো মেহগিনি হিমঝুরি শাল
স্কুল ও কলেজ চার্চের চূড়া
পোকাকাটা পুঁথিশহরের জাল
এ নতুনচটি এই যে বাঁকুড়া

গৃহগত প্রাণ পুতুলের দেশ
বন্ধুর মুখ শত্রুর ক্ষত
আশৈশবের গুনগুন রেশ
প্রত্যহ দেখা তবু টান এতো!

যমুনাবতীর সরস্বতীর
ছড়ায় জড়ানো নদী টিলা চূড়া
করো না আমাকে এমন অধীর

ও নতুনচটি শহর বাঁকুড়া।

ছেলেখেলা

আমি জানতাম একদিন এরকম হবে
কষ্টের কাছে দাঁড়াতে হবে একদিন
দুঃখের কাছে দাঁড়াতে হবে একদিন
কী জন্যে কষ্ট কী জন্যে দুঃখ কে জানে
আমাদের কারুরই কোনো প্রত্যাশা ছিল না

আমি জানতাম এসব গল্প কখনো মধুর হয় না

শুধু জানতাম না এত বড় ছেলেখেলাও থাকতে পারে!

শরীর

শরীরসর্বস্ব হাহাকার থেকেই পেতে চাই তোমাকে
সীমাসজল প্রান্ত থেকে আর যেতে পারি না
কয়েক বিন্দু স্মৃতি অনন্তকালের ধ্যান—
হায় রূপ! আমার কি চোখ আছে? দৃষ্টি আছে?
কেন যে আমার আসা কেন যে আমার যাওয়া।

ভাষা

এই দুঃখের কোনো অবয়ব নেই
এই কষ্টের কোনো আয়তন নেই
এই নির্লিপ্তির কোনো আবেদন নেই
এই ভাষা দিয়ে কিছুই বোঝাতে পারলাম না তোমাকে।

এরকম করো

এরকম ক'রে আর কাউকে নষ্ট করো না।
সবাই আমার মতো নয়।
পৃথিবীর সরলতা মুচড়ে
এরকম ক'রে সজল করো না আকাশ।
সব কি মুছে যায়? আকাশ কিছুই মনে রাখে না?
এরকম ক'রে ঘরকে বাহির করো না কারো।

এত বড় মিথ্যের ভার চাপিয়ে দিয়ে
আর কাউকে একা ক'রে দিও না তুমি।
তোমারও—একদিন তোমারও—
ঠোঁট চেপে ধরে হৃদয়।

আড়াল থেকে

আমি লিখবো না লিখবো না ক'রেও লিখে ফেলি।
না হয়ে ওঠার ব্যর্থতা বুঝি। মাথা নিচু ক'রে চ'লে যাই।
পথে অপেক্ষা ক'রে থাকে তখনো রোদ্দুর ছায়া
পাশের দীঘি তীরে ডাহুক আচ্ছন্ন ঝোপে ঝাড়ে খরিশ
তাকিয়ে থাকে পথের ওপর পাতা পাতার ওপর কার পদচিহ্ন
ভাঙাচোরা হাড়পাঁজর নিয়ে গ্রাম তারও পরে নদী
নামেই নদী শুধু বালি আর বালি আর পাথরের ঘূর্ণী
উঁচু পাড় পাড় ঘেঁসে ঝুঁকে থাকা বুড়ো শিমুল
ওপারে টিলা আর জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া কার ছেলেবেলা
সন্ধ্যা নেমে আসা ভয় শ্মশানচেরা পায়ে হাঁটা কার রাস্তা
প্রবৃদ্ধ অশ্বথের প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষাকাতরতা
এই সব। আমি লিখবো না লিখবো না করেও লিখে ফেলি।
আর না হয়ে ওঠার ব্যর্থতায় মাথা নিচু ক'রে চ'লে যাই।
এই সবের ভেতর থেকে এই সবের আড়াল থেকে তুমি হেসে ওঠো।

তুমি

আমার গ্রাম গেছে আমি দুঃখ করিনি।
আমার জমিজমা গেছে আমি দুঃখ করিনি।
আমার সাফল্য গেছে আমার জয়
ছিন্নভিন্ন হয়েছে কতোবার হৃদয়
কতোবার গেছে শরীর!

নতুন ক'রে আর কী হারাবো বলো।

এবার শহর যাক রাজধানী যাক দেশ
শুধু তুমি যেও না।

মৃত বন্ধুদের

ভুলে থাকি। মাঝে মাঝে শুধু
মনে পড়ে ভাঙাচোরা মুখ।
মুছে রাখি। যদি কোনোদিন
ভেসে ওঠো। দেখিনা কখনো।
শুনিনা কখনো। ছোঁয়া কই?
ভুলে থাকা, তুমি খুব ভালো।
না হলে পাগল। ভুলে যেতে
যেতে যেতে গোপনে এমন
দেখা শোনা—মাননীয়গণ
পাপ ব'লে এনো না সংহিতা।

পথিক

খালি পেটে কিছুই হয় না।
প্রথম ও আদিম উপাসনা অন্নব্রহ্মের।
সে কথা আমি ভুলিনি।
তবু নিয়েছি যে নামব্রহ্ম
এর অর্থ কি আমার শরীরসর্বস্বতা?
এই রূপসাগর তার প্রতিটি ভ্রূভঙ্গি
তার সুরের মূর্ত বেদনা
তার ফুটে ওঠা আর ঝ'রে যাওয়া আর ফুটে ওঠা
তার ডুবে যাওয়া আর ভেসে ওঠা আর ডুবে যাওয়া
আমাকে অনন্তপথের
পথিক করেছে।

নীচে

বাড়ির সামনের একফালি রাস্তায়
পৌরসভা বিছিয়ে দিয়ে গেছে কাঁকর
সুন্দর। লাল। আর পা ফেলার শব্দ।

কয়েকটি ফ্যাকাশে দুর্বাদল উঁকি মারার চেষ্টা করে
কাঁকর ঠেলে আমার মুখ দেখতে চায়
পুরনো অভ্যাসে—আমিও দেখে নিতে ঝুঁকি

এক হাজার হাত ঘিরে ধ'রে বলে : কী ফেললেন?

গোপন

সবাইকে না। সব সময় না।
কাউকে কাউকে। কখনো কখনো।
অনিচ্ছে সত্ত্বেও ব'লে ফেলি।
দেখাই।
                    এইটুকু আমার প্রগলভতা।
বাকি গোপন। খুবই গোপন।
কেউ কিছুই টের পায় না।

অবসান

অপেক্ষার অবসান একরকমের নয়
সারাদিনের ব্যস্ততা এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায়
সারাদিনের স্তব্ধতা এক মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠতে পারে
অপেক্ষার অবসান এক রকমের হয় না
কেমন ভাবে যে আসবে কারো জানা নেই
শুধু এক অনিবার্যতা আমাদের হৃদয়ের রক্তে
শিরায় উপশিরায় কার্যকারণসূত্র ছিন্ন ক'রে দেয়

অন্তিম

এইভাবেই ভাঙা হয় এইভাবেই ভাঙতে হয়
এইভাবেই যায় ঝুলবারান্দা কার্নিশ থাম
সিঁড়ি গাড়িবারান্দা দাওয়া ফুলের বাগান সদর
দরজার মাথায় পঙ্খের কাজ করা রাধাকৃষ্ণ
ঠাকুরদার হাতের চকমিলান বাড়ির খানিক
টিনের চালা চটের ঝাঁপ দেওয়া একমাত্র দোকান
দুপুরুষ ধ'রে ব'সে আসা আনাজপটির একফালি তক্তা
সব সাফ সুতরো ক'রে রাস্তা করে নেওয়া হয়
এইভাবেই একদিন ধনী দরিদ্র মূর্খ পণ্ডিত
ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে ছেড়ে দিতে হয় হাড় পাঁজর
জবরদখল জায়গা চিরকাল আটকে রাখা যায় না।
কোনো বাইপাস ক'রে নেওয়া হয়না। পাট্টাও।

শিল্প

কোথাও আমার নাম নেই কোনোখানে লেখা নেই।
অথচ এই পাথর বুকে ক'রে তুলে এনেছি রোজ
সারাজীবন আঘাতে আঘাতে ফুটিয়ে তুলেছি সব
ছেনি আর বাটালি আর হাতুড়ি আর অজস্র মুহূর্ত
অজস্র রক্তলিপ্ত মুহূর্ত স্তব্ধ ক'রে রেখেছি এইসব
তিনশ বছর পাঁচশ বছর হাজার বছর পরও
তুমি আসবে ব'লে তুমি দেখবে ব'লে তুমি—
আনন্দে যন্ত্রণায় বিহ্বল হবে ব'লে আমি বানিয়েছিলাম।
কোথাও আমার নাম নেই। কোনোখানে লিখিনি।

লিখতে লিখতে

এই দেখ আমি ফেলে দিয়েছি সোনার ভিক্ষাপাত্র
এই দেখ আমার হাতে আমার নিজস্ব ভাঁড়ার।
আমি যখনই যা বলি বলেছি সত্যে হাত রেখে
তোমরা ভয় পেয়েছো। উন্নাসিকতায় ভুগেছ। ঈর্ষাতেও।
আমার অতি ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলির অনুবৃত্তি আছে
আমার গোপনতম সংবেদনেও তোমার যোগ আছে
আমি একা হলেও বিচ্ছিন্ন নই নিঃসঙ্গ হলেও নির্বান্ধব নই
নিজেকে টুকরো টুকরো করলেও এর ধারাবাহিকতা ছেঁড়েনি
সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে বলতে না পারলেও
তাতে মিশে আছে সত্যের স্পর্শ এক নিত্যসাক্ষীর দৃষ্টি
সমস্ত ক্ষণকালের মুহূর্তগুলি যেখানে চিরকালের—
দেখ দেখ আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে লিখতে লিখতে।

এক

বেশ তো ছিলাম। পালিয়ে পালিয়ে
উড়িয়ে পুড়িয়ে বেশ তো ছিলাম।
শুধু নিজের দুঃখ শুধু নিজের কষ্ট
শুধু একান্ত ব্যক্তিগত হাহাকার
আমারই চিত্তপ্রকৃতির চঞ্চলতা
টুকরো টুকরো তরঙ্গ বিন্দু বিন্দু জল।
আজ কেন তোমরা চ'লে এলে?
তোমাদের কাছে যাইনি ডাকিনি
তোমরাও কাছে আসোনি ডাকোনি।
আজ আমায় কান্নায় কান্নায় পূর্ণ ক'রে
তোমরা কেন শূন্য ক'রে দিলে
এতো ভারহীন আমি কী ক'রে দাঁড়াই!

নিজের মুখ

সহস্র টুকরো ক'রেও ভাঙতে পারিনি
অনন্তনাগের ফণা, একই শরীর
ব্যাকুলতম নীলের ভেতর ওতপ্রোত সব
এই বিষ এই অমৃত এক ছন্দোবন্ধনে
প্রতিটি শব্দের টুকরো বর্ণমালা
সর্বান্তঃকরণ জুড়ে ধ্বনিহীন গম্ভীর
নির্বিশেষ আশ্রয় নিশঙ্ক বিস্তার
আমি কি নিজের মুখ দেখিনি?

মফস্বল

নাকে মুখে দুটো গুঁজে
দৌড়োতে দৌড়োতে এসে দাঁড়াতেই
ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে এসে থামে বাস

দাদা একটু সরুন চাপ সৃষ্টি করুন
আওড়াতে আওড়াতে
একটু একটু ক'রে ভিতরে ঢুকতে থাকি

ভেতরে ঘামে ভেজা নোংরা দুর্গন্ধ কাপড়ে মোড়া
মানুষ
ছাগল হাঁস খেজুরপাতার তালাই
মাটির হাঁড়ি
মাছের হাঁড়ি
মায় হাসপাতালের পালিয়ে যাওয়া
দড়ি পাকানো রুগী পর্যন্ত!

ঊর্ধবাহু দুটি হাতের একটি সরিয়ে নিলে
আর রাখা যাবে না
পায়ের একটা নড়েচড়ে গেলে
এক পা সম্বল
জানলায় পাল্লা না থাকলে
দ্রুত ছিটকে পড়া ধুলোমোড়া এক ফালি পথরেখা ছাড়া
চোখে কোনো দৃশ্য আসবে না

শুধু কোনোদিন দৈবাৎ
একটি সুন্দর মুখ
ঠিক নীচে সিটে ব'সে গলা পিঠ কাপড়ে ঢেকে নিতে নিতে
চোখের দিকে এমন ভাবে তাকায়
যেন
তার চেয়ে সুন্দর কোনো নারী নেই কারো

চোখের সামান্য বিশ্রামটুকু
পা মাড়িয়ে দিয়ে
নেমে যেতে যেতে
স্খলিতবসনার পিঠে দেখি
এক অসাড় চিহ্ন

আমার মফস্বল।